إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

'নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট ইসলামই পরিপূর্ণ দীন'

(আলে-ইমরান ঃ ২০)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর

আহ্বান

হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)-এর

'তবলীগে হক' নামক উর্দূ বক্তৃতার অনুবাদ

প্রকাশনায় ঃ
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।
৪ বকশী বাজার রোড
ঢাকা-১২১১

ত্রয়োদশ সংস্করণ
রবি:সানি – ১৪১৮
শ্রাবণ – ১৪০৪
আগস্ট – ১৯৯৭

মুদ্রণে ঃ
ইন্টারকন এসোসিয়েট্‌স

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

'আহ্বান'–পুস্তকটি হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর **তবলীগে হক্** শীর্ষক বক্তৃতা (কাদিয়ান থেকে আলহাকাম পত্রিকায় ফেব্রুয়ারী ২১, ১৯০৩ সালে প্রকাশিত) থেকে বাংলায় ভাবানুবাদ করেছেন মরহুম মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব, প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর, আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

পাবনা নিবাসী মরহুম খন্দকার মনিরউদ্দিন সাহেব ও তাঁর সুযোগ্য জামাতা মরহুম হাফিজউদ্দিন সাহেব ও তাঁর পুণ্যবতী পত্নী মরহুমা জরিনা জরিপোশ সাহেবা এবং তাঁদের পুণ্যবান পুত্র বাংলাদেশ আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'তের অন্যতম পথিকৃৎ মরহুম মোহাম্মদ ইয়াসিন সাহেব (রহ:) এবং তাঁর পুণ্যবতী পত্নী মরহুমা সৈয়দা পারসা বেগম সাহেবা এবং তাঁর পিতা অবিভক্ত বাংলার আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রথম আমীর ব্রাহ্মণবাড়ীয়া নিবাসী মরহুম হযরত মৌলানা সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব (রহ:) এবং তাঁর পুণ্যবতী পত্নী মরহুমা হালিমা খাতুন সাহেবা – এঁদের প্রত্যেকের পবিত্র 'রূহ'-এর সওয়াব রেছানীর জন্য এই পুস্তক প্রকাশের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেছেন তাঁদেরই এক পূণ্যবান উত্তরপুরুষ। পবিত্র ইসলামের জন্য উল্লেখিত পূর্বপুরুষের পক্ষে তাঁর এই খেদমত আল্লাহ্ পাক কবুল করুন এবং উক্ত পরিবারকে পর্যাপ্ত পুরস্কারে ভূষিত করে বংশানুক্রমে আহ্মদীয়াত তথা ইসলামের পথে কুরবানী করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর
আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'ত
বাংলাদেশ

তাং ১০ই ভাদ্র ১৪০৪
২৫ আগস্ট, ১৯৯৭

হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ لِهٰذِهِ الْأُمَّةِ عَلٰى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا -

(ابو داؤد - كتاب المهدى) - مشكوٰة - كِتَابُ العلم ص ٣٦)

"নিশ্চয় আল্লাহ্‌তা'লা প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এই উম্মতের জন্য এমন মহাপুরুষকে আবির্ভূত করিবেন, যিনি তাহাদের জন্য ধর্মকে সঞ্জীবিত করিবেন।"

(আবু দাউদ, কিতাবুল মাহ্‌দী –মিশকাত, কিতাবুল এল্‌ম)
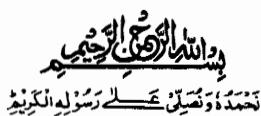
হে দেশবাসী !

আল্লাহ্‌র বাণীর প্রতি ঈমান আন

"তিনি (আল্লাহ্) যাহা করেন সে বিষয়ে কাহারও প্রশ্ন করিবার অধিকার নাই; পরন্তু তাহাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে ।"

(সূরা আম্বিয়া, ২৪ আয়াত)।

"সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি তোমাকে মরিয়ম-পুত্র ঈসা মসীহ্‌রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন । তিনি কেন এরূপ করিলেন কাহারও প্রশ্ন করিবার অধিকার নাই । কিন্তু মানুষকে প্রশ্ন করা হইবে, কেন তাহারা তাঁহার আজ্ঞা পালন করিল না ।"

"তুমি সেই মহিমান্বিত মসীহ্ যাহার সময় নিষ্ফল হইবে না । আমি ইচ্ছা করিয়াছি যে, এই যুগে আমার এক খলীফা সৃষ্টি করিব তাই এই আদমকে (হযরত আহ্মদকে) সৃষ্টি করিলাম । তিনি ধর্মকে সঞ্জীবিত করিবেন এবং শরীয়াতকে পুনঃস্থাপন করিবেন ।"

"আল্লাহ্‌তা'লা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তিনি এবং তাঁহার রসূল বিজয়ী হইবেন ।" (ইল্‌হাম । দ্রঃ তাজ্‌কেরা)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ
মাহ্‌দীয়ে আখেরুজ্জামান
মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-কে
মান্য করার গুরুত্ব

হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন ঃ

فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللهِ الْمَهْدِيُّ

(سنن ابن ماجة: باب خروج المهدى)

"যখন তোমরা তাঁকে দেখিতে পাইবে তাঁর হাতে বয়আত করিও, যদি বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়েও যেতে হয়, নিশ্চয় তিনি আল্লাহ্‌র খলীফা আল্-মাহ্‌দী।"

(সুনানে ইবনে মাজা—বাবু খুরুজুল মাহ্‌দী)

وَ يُؤْمِنُ بِهِ مَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ بِهِ مِنِّي السَّلَامَ (كنزل العمّال)

"তোমাদের মধ্যে যে কেহ ইমাম মাহ্‌দীকে পাইবে, তাঁহার উপর ঈমান আনিবে এবং তাঁহাকে আমার সালাম পৌঁছাইয়া দিবে।"

(কনযুল উম্মাল)

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً (صحيح مسلم)

"যে ব্যক্তি যামানার ইমামের হাতে বয়আত না করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করিয়াছে।"

(সহী মুসলিম)

সূচীপত্র

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

نَحۡمَدُهٗ وَنُصَلِّىۡ عَلٰى رَسُوۡلِهِ الۡكَرِيۡمِ

হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর আহ্বান

নিরপেক্ষ বিচারের আবশ্যকতা

উন্মুক্ত চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখ, বিষয়ের সকল দিকে দৃষ্টি রাখ এবং মনোযোগের সহিত সকল কথা শ্রবণ কর । এরূপ না করিয়া কাহারও পক্ষে পুরাতন ধারণা বর্জন করা সম্ভব নহে । কোন নূতন কথা শোনা মাত্রই উহার বিরুদ্ধাচরণের জন্য প্রস্তুত হওয়া অনুচিত । ন্যায়পরায়ণতা, সত্যনিষ্ঠা এবং সর্বোপরি খোদাতা'লার ভয় সামনে রাখিয়া নিভৃতে ঐ বিষয়ের সকল দিক গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখা একান্ত আবশ্যক ।

মিথ্যা সাব্যস্ত করিতে ব্যগ্র হইও না

আমি এখন যাহা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তাহা হাল্কা নজরে দেখিবার মত একটি সামান্য ব্যাপার নহে । বিষয়টি অতি মহৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ । ইহা আমার নিজের তৈরী করা কথা নহে; স্বয়ং খোদাতা'লার কথা । যে ব্যক্তি ইহা অগ্রাহ্য করিবার মত দুঃসাহস দেখায়, প্রকৃতপক্ষে সে আমাকে অগ্রাহ্য করে না বরং খোদা ও তাঁহার রসূল (সাঃ)-কে অগ্রাহ্য করে । তাহার এইরূপ অগ্রাহ্য করায় আমি মনে কোন দুঃখ নেই না । অবশ্য সেই অর্বাচীন তাহার নির্বুদ্ধিতার ফলে খোদার ক্রোধ জাগাইতেছে দেখিয়া তাহার প্রতি আমার দয়া হয় ।

প্রত্যেক একশত বৎসরে মুজাদ্দিদ

মুসলমান মাত্রই জানে এবং সম্ভবতঃ কোন লোকেরই একথা অজানা নাই যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেনঃ

إِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ لِهٰذِهِ الْأُمَّةِ عَلٰى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُّجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا

(سنن ابوداؤد و مشكوٰة)

"প্রত্যেক একশত বৎসরের মাথায় আল্লাহ্‌তা'লা নিশ্চয় মুজাদ্দিদ পাঠাইবেন। ধর্মের যে অংশে কোন প্রকার অনাচার দেখা দিবে, তিনি সেই অংশের সংস্কার করিবেন।"

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ ○

"নিশ্চয় আমরা এই যিক্‌র (কুরআন) নাযেল করিয়াছি এবং নিশ্চয় আমরাই ইহার হিফাযতকারী" (১৫ঃ১০)। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী মুজাদ্দিদ পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

আল্লাহ্‌তা'লার এই প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী এবং আল্লাহ্‌র নিকট হইতে ওহী পাইয়া হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন তদনুযায়ী ধর্মের সংস্কার ও সজীবতা সাধন করিবার জন্য বর্তমান শতাব্দীতে একজন মুজাদ্দিদ আসা আবশ্যক। অথচ এয়োদশ শতাব্দী শেষ হইয়া উনিশ (বর্তমানে পঞ্চদশ শতাব্দীর ১০ম বৎসর চলিতেছে) বৎসর চলিয়া গিয়াছে। শতাব্দীর শিরোভাগে আল্লাহ্‌র নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া তাঁহার মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবী ঘোষণা করিবার পূর্বেই ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণের উচিত ছিল অতিশয় আগ্রহের সহিত তাঁহার অনুসন্ধান করা এবং তাঁহার নিকট "আমি খোদাতা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আসিয়াছি"— এই শুভ-সংবাদ শুনিবার জন্য কায়মনে প্রস্তুত থাকা।

চতুর্দশ শতাব্দীতে মসীহ্ ও মাহ্দী (আঃ)

হিজরী চৌদ্দ শতাব্দীর উপর মুসলিম উম্মতের ওলী, দরবেশ ও আলেমগণের দৃষ্টি যে নিবদ্ধ ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । তাঁহাদের কাশ্‌ফ (দিব্যদৃষ্টি), রুইয়া (সত্যস্বপ্ন) ও ইল্‌হামের (ঐশীবাণী) ইঙ্গিত এই যে, হিজরী চৌদ্দ শতাব্দীতে সেই মহান প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ আসিবেন, যাঁহাকে হাদীসের গ্রন্থসমূহে মসীহ্ ও মাহ্দী (আঃ) উপাধি দেওয়া হইয়াছে ।

وَلَا الْمَهْدِيُّ إِلَّا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ابن ماجه، (باب في شدة الزمان)

অর্থাৎ, 'ঈসা ইব্‌নে মরিয়ম ব্যতীত অন্য কোন মাহ্দী নাই ।" * (যাঁহার আসিবার কথা ছিল, তিনিও নির্দিষ্ট সময়েই আসিয়াছেন । কিন্তু তাঁহার ডাকে সাড়া দিবার লোক অল্পই দেখা গিয়াছে)।

ফল কথা, প্রত্যেক একশত বৎসরের মাথায় যে একজন মুজাদ্দিদ আসেন, একথা নূতন নহে বা লোকের অজানা নহে । আল্লাহ্‌তা'লার এই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বর্তমান শতাব্দীতেও মুজাদ্দিদ আসা আবশ্যক ছিল । অথচ ত্রয়োদশ শতাব্দী শেষ হইয়া এখন উনিশ (বর্তমানে পঞ্চদশ শতাব্দীর১০বৎসর চলিতেছে*) বৎসর চলিয়া গিয়াছে ।

সংস্কারকের আবশ্যকতা আছে কি ?

এখন এই সমস্যার আর একটা দিক দেখা আবশ্যক । ইসলামের এখন এমন কোন সংকট উপস্থিত হইয়াছে কি, যাহার জন্য এখন একজন সংস্কারক আসা আবশ্যক ? এই বিষয়ে চিন্তা করিলে পরিষ্কার দেখা যায়, এখন ইসলামের ভিতর ও বাহির উভয় দিকেই সংকট উপস্থিত হইয়াছে ।

---

* ইব্‌নে মাজা পুস্তক, দেখুন —প্রকাশক । * —প্রকাশক ।

আহ্বান

সমাজের ভিতরকার অবস্থা লক্ষ্য কর

ইসলামের ভিতরকার অবস্থা এই যে, প্রকৃত তওহীদের (একত্ববাদ) স্থলে অসংখ্য প্রকারের শির্ক-বেদাতের সৃষ্টি হইয়াছে এবং পুণ্য কাজের স্থলে কতকগুলি সামাজিক কুপ্রথা মাত্র বিরাজ করিতেছে । পীর পূজা ও কবর পূজা এতদূর পৌছিয়াছে যে, উহাকে একটা নূতন শরীয়াত (বিধান) বলা যাইতে পারে । আমার দাবী কি, তাহা না বুঝিয়াই লোকে বলে যে আমি নবুওয়াতের দাবী করিয়াছি ! আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাহারা নিজের ঘরের কথা ভাবিয়া দেখে না । নবুওয়াতের দাবী তো তাঁহারাই করিয়াছেন যাঁহারা এইরূপে নূতন শরীয়াত সৃষ্টি করিয়াছেন । সাজ্জাদ-নশীন ও গদ্দী-নশীন পীর সাহেবান তাঁহাদের মুরীদগণকে যে সকল 'দরূদ' ও 'অযিফা' শিক্ষা দেন সেগুলি কি আমার রচিত ? আমি হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শরীয়াত ও সুন্নতের উপর চলি এবং উহার বিন্দুমাত্র হ্রাস বা বৃদ্ধি করাকে কুফর বিবেচনা করি ।

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যেই এখন অসংখ্য প্রকারের বেদাত নানা রঙে দেখা দিয়াছে । খোদার ভয় এবং মানসিক পবিত্রতা ইসলামের মূল উদ্দেশ্য । ইহার প্রতিষ্ঠার জন্য আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম ঘোর বিপদ সহ্য করিয়াছেন । একমাত্র আল্লাহ্‌র নবী ব্যতীত এরূপ কষ্ট সহ্য করা আর কাহারো পক্ষে সম্ভব নহে । আজ তাক্‌ওয়া ও তাহারাতের (পবিত্রতার) অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে । জেলখানায় যাইয়া দেখ, দুবৃত্তের সংখ্যা কাহাদের বেশী । পরস্ত্রী গমন, মদ খাওয়া, পরের সম্পত্তি হরণ প্রভৃতি দুষ্কার্য এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যেন খোদা বলিয়া কেহই নাই । সমাজের বিভিন্ন স্তরে যে সকল অনাচার দেখা যায়, উহার আলোচনা করিলে একখানা বৃহৎ পুস্তক হইয়া যাইবে । বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এক এক করিয়া সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থা বিচার করিলে নিশ্চয়ই এই অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে পৌছিবেন যে, কুরআন করীমের মূল উদ্দেশ্য যে তাক্‌ওয়া (খোদা-ভীতি) ও তাহারাত (পবিত্রতা) ছিল, যে তাক্‌ওয়া ও তাহারাত যাবতীয় সম্ভ্রমের মূল ও শরীয়াতের সোপান ছিল, তাহা বিলুপ্ত

হইয়াছে । ব্যবহারিক জীবনের উৎকর্ষতা ছিল মুসলমান ও অমুসলমানের পার্থক্য বুঝিবার মাপকাঠি । উহা ভাল থাকা একান্ত আবশ্যক ছিল । কিন্তু উহা অতি হীন ও জঘন্য হইয়া পড়িয়াছে ।

বাহিরের শত্রুর কথা চিন্তা কর

বাহিরের বিপদ লক্ষ্য কর । সকল সম্প্রদায়ই ইসলামের বিনাশ সাধনের জন্য সচেষ্ট আছে, বিশেষতঃ খৃষ্টান সম্প্রদায় ইসলামের পরম শত্রু । মিশনারী ও পাদরীগণের যাবতীয় চেষ্টার লক্ষীভূত বিষয় মাত্র একটি— যে প্রকারেই হউক এবং যতদূর সম্ভব ইসলামকে নির্মূল করিতে হইবে ও যে একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম বহু জীবন উৎসর্গ করিয়াছে উহার বিনাশ সাধন করিতে হইবে এবং জগদ্বাসী যাহাতে যীশুকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করে ও তাঁহার 'রক্তদানে' বিশ্বাসী হয় উহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। 'রক্তদান' বা প্রায়শ্চিত্তবাদ—অসংযম, স্বেচ্ছাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার জন্মদাতা । উহার প্রচার করিয়া পাদরীগণ খোদার ভয়, হৃদয়ের সূচীতা ও জীবন নষ্ট করিতেছে । এইরূপে তাহারা ইসলামের মূল উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত ঘটাইতেছে ।

খৃষ্টান পাদরীগণ তাহাদের এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে । দুঃখের সহিত বলিতে হয়, তাহারা লক্ষাধিক মুসলমানকে খৃষ্টান করিয়াছে । এতদ্ব্যতীত আরও বহু মুসলমান আছে যাহাদের কোন ধর্ম নাই। চালচলন, কথাবার্তা ও বেশ-ভূষায় তাহারা খৃষ্টানী প্রভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে । যুবকদিগের মধ্যে এক সম্প্রদায় নতুন জীবে পরিণত হইয়াছে । তাহাদের জন্ম হইয়াছে মুসলমান গৃহে; কিন্তু কলেজের শিক্ষা লাভ করিয়া খোদার কালামের (বাণী) পরিবর্তে তাহারা দর্শন ও বিজ্ঞানের সমাদর করে এবং উহাকেই বেশী মূল্যবান ও আবশ্যকীয় বিবেচনা করে। তাহাদের বিচার বিবেচনায় ইসলাম ধর্ম আরবের অসভ্য লোকদের জন্যই উপযুক্ত ছিল ।

এই সকল দুরবস্থা যখন দেখি বা শুনি, অন্যের কথা বলিতে পারি না, আমার মনে বড় আঘাত লাগে। আজ ইসলাম এমন দুরবস্থায় নিপতিত হইয়াছে এবং

মুসলমান সন্তানদের অবস্থা এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, তাহারা ইসলামকে তাহাদের রুচিবিরুদ্ধ মনে করিতেছে । আর এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা ইসলামী বিধি-নিষেধের বাহিরে যাইয়া হালালকে (বৈধ) হারাম (অবৈধ) করে নাই বটে কিন্তু খৃষ্টানী চাল-চলন ভালবাসে। তাহারা খৃষ্টান ধর্মের দিকে এক ধাপ অগ্রসর হইয়াছে ।

সুতরাং স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, ইসলামের ভিতরকার অবস্থায় বাহিরের ঐ সকল বেদাত ও শির্কপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ জুটিয়াছে এবং এই সকল বিপদ উপস্থিত হইয়াছে । বিশেষতঃ খৃষ্টধর্ম যে সকল বিপদ ঘটাইয়াছে তাহাতো আছেই । এমন এক সময় ছিল, যখন ইসলামের একটি লোক অন্য ধর্মে চলিয়া গেলে মুসলমানদের মধ্যে চাঞ্চল্যের উদ্ভব হইত, এখন ধর্মত্যাগীর সংখ্যা বেশী হওয়া সত্বেও মুসলমানদের মধ্যে কোনই চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইতেছে না ।

খোদার সাহায্যের সময় আসে নাই কি ?

বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ এই সকল কথা সামনে রাখিয়া চিন্তা করিয়া দেখুন, এখন খোদাতা'লার বিশেষ শক্তি দেখাইবার সময় আসিয়াছে কিনা ? এখনও কি

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ○

আয়াতে 'ইসলামকে রক্ষা করিব' বলিয়া আল্লাহ্‌তা'লা যে প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন, তাহা পূর্ণ হওয়ার সময় আসে নাই ? এখনও যদি আল্লাহ্‌র বিশেষ সাহায্য ও শক্তি প্রকাশের সময় না আসিয়া থাকে, তবে ঐ সময় কখন আসিবে, তাহা কেহ আমাকে বলিয়া দিবেন কি ? একদিকে প্রত্যক্ষ ঘটনাসমূহ ঘোষণা করিতেছে যে, ইসলামের সপক্ষে ঐশী শক্তি ও সাহায্য প্রকাশের উপযুক্ত সময় আসিয়াছে । অন্যদিকে শতাব্দীর শিরোভাগ উপস্থিত হইয়া সন্দেহাতীতরূপে প্রকাশ করিতেছে যে, হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর মারফত আল্লাহ্‌তা'লা প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে মুজাদ্দিদ পাঠাইবেন বলিয়া যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন,

তদনুযায়ী কোন মুজাদ্দিদ আসা আবশ্যক । এয়োদশ শতাব্দী শেষ হইয়া এখন উনিশ বৎসর (বর্তমানে পঞ্চদশ শতাব্দীর ১০ বৎসর চলিতেছে-প্রকাশক) চলিয়া গিয়াছে । এই সকল আবশ্যকতা থাকা সত্বেও এখন যদি মুজাদ্দিদ না আসিয়া থাকেন খোদার ওয়াস্তে চিন্তা করিয়া দেখুন, তাহা হইলে ইসলামে আর কি অবশিষ্ট রহিল ? এইরূপ হওয়া কি

وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ

('আমরাই ইহার রক্ষক') বলিয়া আল্লাহ্‌তা'লা যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, উহার বিরোধী হইবে না ? ইহাতে কি মুজাদ্দিদের আগমন সংক্রান্ত হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা সাব্যস্ত হইবে না ? ইহা হইতে কি এই কথা প্রমাণিত হইবে না যে, ইসলামের উপর বিপদ আসিলে খোদাতা'লা উহার জন্য স্বীয় প্রতাপ দেখান না ?

আমার দাবী স্বতন্ত্র রাখিয়া এখন এই সকল কথা চিন্তা কর এবং আমাকে উত্তর দাও । আমাকে মিথ্যাবাদী বলিলে তোমাকে ইসলাম-শূন্য হইতে হইবে । আমি সত্যিই বলিতেছি যে, কুরআন শরীফের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার ধর্মের সাহায্য করিয়াছেন এবং হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে । ঠিক যখন আবশ্যক হইয়াছে, আল্লাহ্‌তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রসূল করীম (সাঃ)-এর দেওয়া শুভ-সংবাদ মোতাবেক আল্লাহ্‌তা'লা এই জামা'ত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং এইরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের বাণী সত্য । বড়ই হৃদয়হীন সে ব্যক্তি, যে এই বাণীকে মিথ্যা মনে করে ।

আমার দাবী অগ্রাহ্য করা সম্ভব নহে

বর্তমান শতাব্দীর ধর্ম-সংস্কারকরূপে অবতীর্ণ হইয়াছি বলিয়া আমার যে দাবী, তাহা সহজেই বুঝা যায় । আমি জোরের সহিত বলিতেছি যে, আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে মা'মুর (আদিষ্ট ধর্ম-সংস্কারক) করিয়াছেন । আমার এই দাবীর পর

বাইশ(বর্তমানে১০০-প্রকাশক) বৎসরের বেশী সময় অতীত হইয়াছে । এই দীর্ঘ সময় ধরিয়া আমি আল্লাহ্তা'লার সাহায্য পাইতেছি । তোমাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিবার জন্য আল্লাহ্তা'লার পক্ষ হইতে ইহা যথেষ্ট । কারণ, অনাচার দূর করিব বলিয়া আমি যে মুজাদ্দিদ হইবার দাবী করিয়াছি, তাহা কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী সাব্যস্ত। আজ যাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে বস্তুতঃ তাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে না, আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলকে মিথ্যাবাদী বলে । আমার স্থলে আর কাহাকেও ধর্ম-সংস্কারকরূপে না দেখাইয়া দিয়া, আমাকে মিথ্যাবাদী বলিবার কোন অধিকার তাহাদের নাই । কারণ সর্বত্র অনাচার দেখা দিয়াছে এবং যুগের অবস্থা বলিয়া দিতেছে যে, ধর্ম সংস্কারকের আবির্ভাব আবশ্যক । কুরআন শরীফ সাক্ষ্য দেয় যে, এইরূপ অনাচারের সময় উহার হেফাযতের জন্য ধর্ম-সংস্কারক আসিয়া থাকেন । হাদীস বলিয়া দেয় যে, প্রত্যেক একশত বৎসরের মাথায় মুজাদ্দিদ আসেন ।

সুতরাং যখন ধর্ম সংস্কারের আবশ্যকতা আছে, ধর্মের সংস্কার ও হেফাযতের বিধান আছে, তখন এই আবশ্যকতা ও বিধান অনুযায়ী যিনি আসিয়াছেন, তাঁহাকে গ্রহণ না করিবার পথ মাত্র দুইটি— হয় অন্য কোন সংস্কারক দেখাইয়া দিতে হইবে, আর না হয় কুরআন ও হাদীসের এই সমুদয় বাণীকে মিথ্যা বলিতে হইবে ।

হেফাযতের আবশ্যকতা

এমন লোকও দেখা যায়, যাহারা বলিয়া থাকে যে, ইসলামের হেফাযতের কোন আবশ্যকতা নাই । ইহারা মারাত্মক ভুল করিতেছে । দেখ, এক ব্যক্তি বাগান রচনা করে বা ঘর তৈয়ার করে , সে কি ঐ বাগান বা ঘরের যত্ন লয় না এবং শত্রুর হাত হইতে উহাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করে না ? অন্ততঃপক্ষে ইহা কি তাহার কর্তব্য নহে ? বাগান রক্ষা করিবার জন্য উহার চারিদিকে বেড়া দেওয়া হয় , আগুন হইতে ঘরকে বাঁচাইবার জন্য কত নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করা হয়এবং বজ্রপাত হইতে রক্ষার জন্য তার সংলগ্ন করা হয়। এই

সমুদয় ব্যাপার হইতে প্রকাশ পায় যে, হেফাযত করা মানব-প্রকৃতির অঙ্গীভূত একটি ব্যাপার। আল্লাহ্‌তা'লার পক্ষে স্বীয় ধর্মের হেফাযত করা কি সঙ্গত ব্যাপার নহে ? নিশ্চয়ই তিনি স্বীয় ধর্মের হেফাযত্ করেন এবং প্রত্যেক বিপদের সময় উহাকে রক্ষা করেন। এখন ইসলামের হেফাযতের আবশ্যকতা আছে বলিয়া তিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন।

যুগের অবস্থা ও আবশ্যকতা যদি অনুমোদন না করিত, তবে হেফাযতে সন্দেহ হইতে পারিত বা হেফাযতের আবশ্যকতা অস্বীকার করা সম্ভব হইত। ইসলামের বিরুদ্ধে কোটি কোটি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। পাদরীগণ প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহে ও প্রতি মাসে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপন ও পত্রিকা প্রকাশ করিতেছে, উহার তো ইয়ত্তাই নাই। নিষ্কলঙ্ক মহাপুরুষদিগের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ (সাঃ) তাঁহার বিরুদ্ধে এবং তাঁহার সহধর্মিণীগণের বিরুদ্ধে আমাদের দেশের ইসলামত্যাগী খৃষ্টানগণ যে সকল গালি প্রচার করিয়াছে, তাহা সমুদয় একত্র করিলে বহু লাইব্রেরী পূর্ণ হইবে এবং এই সকল পুস্তক যদি পর পর সাজাইয়া দেওয়া যায়, তবে উহাদের বিস্তার বহু ক্রোশ ব্যাপী হইবে। এমাদুদ্দিন, সফর আলী ও শায়েখ প্রমুখ খৃষ্টানগণ যে শ্রেণীর লেখা প্রকাশ করিয়াছে, তাহা কাহারও অজানা নাই। এমাদুদ্দিনের লেখা যে মারাত্মক রকমের তাহা অনেক ন্যায়পরায়ণ খৃষ্টান পর্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন। লক্ষ্ণৌ হইতে 'শামসুল আখবার' নামক একটি পত্রিকা প্রকাশিত হইত। এমাদুদ্দিনের কোন কোন পুস্তক সম্বন্ধে উক্ত পত্রিকা এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে যদি এ দেশে আবার কখনও বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তবে এই শ্রেণীর লেখার ফলেই হইবে। এইরূপ অবস্থায়ও বলা হয় যে, ইসলামের ক্ষতি হইয়াছে কোথায় ? এই শ্রেণীর উক্তি তাহারাই করিতে পারে যাহাদের ইসলামের সহিত প্রাণের সম্বন্ধ বা মমতা নাই; অথবা অন্ধকার হুজরায় জীবন যাপন করিবার ফলে যাহারা বাহিরের জগতের কোন সংবাদ রাখেন না। এইরূপ লোক যদি থাকে, তাহাদিগকে অক্লেশে গণনার বাহিরে রাখা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে যাঁহাদের অন্তরে জ্যোতিঃ আছে, ইসলামের সহিত যাঁহাদের সম্বন্ধ ও মমত্ব-বোধ আছে,

যাঁহারা যুগের সংবাদ রাখেন, তাঁহারা স্বীকার করিবেন যে, বর্তমান যুগ একজন বিরাট মহাপুরুষের আগমনের উপযুক্ত সময় ।

সংস্কারকের আবশ্যকতার প্রমাণ

ফল কথা, বর্তমান সময়ে আমার আদিষ্ট-সংস্কারক হইবার বহু প্রমাণ আছে । প্রথম, ইসলামের ভিতরকার অবস্থা । দ্বিতীয়, বাহিরের শত্রুর প্রবলতা । তৃতীয়, একশত বৎসরের মাথায় মুজাদ্দিদ আসিবার হাদীস। চতুর্থ, কুরআন শরীফের আয়াত ঃ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ○

অর্থাৎ "নিশ্চয় আমরা এই যিক্‌র (কুরআন) নাযেল করিয়াছি এবং নিশ্চয় আমরাই ইহার হিফাযতকারী" (১৫ঃ১০)।
পঞ্চম প্রমাণ, সূরা নূরের আয়াতে 'এস্তেখলাফ' । এই প্রমাণটি এখন আমি দিব । আয়াতটি এই ঃ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن
قَبْلِهِمْ

"তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাহাদের সঙ্গে ওয়াদা করিয়াছেন যে, তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করিবেন যেভাবে তিনি তাহাদের পূর্ববর্তীগণকে খলীফা নিযুক্ত করিয়াছিলেন" (২৪ঃ৫৬)। এই আয়াতে–এস্তেখলাফ অনুযায়ী আঁ-হযরত (সাঃ)-এর অনুসারীদিগের মধ্যে যাঁহারা খলীফা হইবেন, তাঁহারা পূর্ববর্তী যুগসমূহের খলীফাগণের তুল্য হইবেন ।

কুরআন শরীফের অন্যত্র আঁ-হযরত (সাঃ)-কে হযরত মূসা (আঃ)-এর সহিত তুলনা করা হইয়াছে । যথাঃ

إِنَّآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۝

"নিশ্চয় আমরা তোমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছি এক রসূল তোমাদের উপর সাক্ষীস্বরূপ, যেরূপে ফেরআউনের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম একজন রসূল" (৭৩ঃ১৬)। বাইবেলের পুরাতন নিয়মের দ্বিতীয় পুস্তকে লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত রসূল করীম (সাঃ) হযরত মূসা (আঃ)-এর তুল্য ছিলেন । এই আয়াতে সাদৃশ্য বুঝাইবার জন্য যেমন সাদৃশ্যবোধক كَمَا শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তদ্রূপ সুরা নূরের আয়াতে-এস্তেখলাফেও كَمَا শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে । ইহা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর অনুসারীগণের সহিত হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর অনুসারীগণের পূর্ণ সাদৃশ্য আছে ।

হযরত ঈসা (আঃ) হযরত মূসা (আঃ)-এর শেষ খলীফা ছিলেন । তিনি হযরত মূসা (আঃ)-এর পর চতুর্দশ শতাব্দীতে আসিয়াছিলেন । উল্লেখিত উপমা অনুযায়ী হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর অন্ততঃপক্ষে এমন গুণ ও শক্তি বিশিষ্ট একজন খলীফা আসা আবশ্যক, আদর্শ ও আত্মিক অবস্থায় হযরত ঈসা (আঃ)-এর সহিত যাঁহার তুলনা হইতে পারে । আল্লাহ্তা'লা যদি এ বিষয়ে আর কোন প্রকার প্রমাণ না দিতেন বা সহায়তা না করিতেন, তাহা হইলেও এই উপমা অনুযায়ী চতুর্দশ শতাব্দীতে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর উম্মতের মধ্যে হযরত ঈসা (আঃ)-এর তুল্য ব্যক্তির আগমন স্বতঃই আবশ্যক । কিন্তু আল্লাহ্তা'লা এই উপমার শুধু অনুমোদন ও সহায়তা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পক্ষান্তরে এ কথাও প্রমাণ করিয়াছেন যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর উপমায় হযরত রসূল করীম (সাঃ) শুধু হযরত মূসা (আঃ) হইতেই

শ্রেষ্ঠতর নহেন, পরন্তু তিনি নবীগণের মধ্যেও সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন ।

হযরত ঈসা (আঃ) যেমন নিজে কোন নূতন ধর্মবিধান লইয়া আসেন নাই, মাত্র তওরাত পূর্ণ করিতে আসিয়াছিলেন, তদ্রূপ মুহাম্মদী ঈসা (আঃ)ও নিজে কোন নূতন বিধান লইয়া আসেন নাই, কুরআনের শিক্ষাকে সজীব করিবার জন্য এবং ঐ অর্থে উহা পূর্ণ করিবার জন্য আসিয়াছেন, যাহাকে 'তকমীলে এশায়াতে হেদায়াত' বা সত্যের পূর্ণ প্রচার বলা হয় ।

সত্যের পূর্ণ প্রচার

'তকমীলে এশায়াতে হেদায়াত' বা সত্যের পূর্ণ প্রচার সম্বন্ধে একটি কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক । আঁ-হযরত (সাঃ)-এর উপর ইসলাম ধর্ম পূর্ণ হইয়াছিল এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহও তাঁহার উপর পূর্ণ হইয়াছিল । ধর্মের এই পূর্ণতা ও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের এই পূর্ণ বিকাশের দুইটি অংশ আছে । প্রথম অংশের নাম 'তকমীলে হেদায়াত' বা ধর্মের বিধি-ব্যবস্থার পূর্ণতা । দ্বিতীয় অংশের নাম 'তকমীলে এশায়াতে হেদায়াত' বা ধর্মের পূর্ণ প্রচার । 'তকমীলে হেদায়াত' বা বিধি-ব্যবস্থার পূর্ণতা, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর প্রথম আগমনে সর্বতোভাবে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে । 'তকমীলে এশায়াতে হেদায়াত' তাঁহার দ্বিতীয় আগমনে পূর্ণ হইবে । সূরা জুমুআর যে আয়াতে وَآخَرِينَ مِنْهُمْ আসিয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর আত্মিক প্রভাবে আর একটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইবে । ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, 'বুরূজী রঙে' আঁ-হযরত (সাঃ) আবার আসিবেন । অর্থাৎ তাঁহার আত্মিক শক্তি অন্য কোন মহাপুরুষের মধ্যে দেখা যাইবে । এখন এইরূপই হইয়াছে । বস্তুতঃ বর্তমান যুগই সত্যের পূর্ণ প্রচারের যুগ। ইহার একটি লক্ষণ এই যে, প্রচারের জন্য আবশ্যকীয় যাবতীয় সরঞ্জাম পূর্ণতর হইয়াছে । ছাপাখানা, ডাক ও টেলিগ্রামের ব্যবস্থা, রেলগাড়ী, জাহাজ এবং সংবাদ-পত্র আজ সমস্ত পৃথিবীকে একটি শহরের মত করিয়া দিয়াছে । এই সমুদয়ের উন্নতিতে বস্তুতঃ আঁ-হযরত (সাঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত ধর্মের পূর্ণ প্রচার সম্ভবপর হইয়াছে । হযরত ঈসা (আঃ) বলিয়াছিলেন, 'আমি তওরাত

পূর্ণ করিতে আসিয়াছি ।' তদ্রূপ আমি বলিতেছি, 'ইসলামের পূর্ণ প্রচার আমার অন্যতম কাজ ।'

হযরত ঈসা (আঃ)-এর সহিত সাদৃশ্য

হযরত ঈসা আলায়হেস সালামের সময় যে সব বিপদ দেখা দিয়াছিল, বর্তমান সময়েও সেই সব বিপদ দেখা দিয়াছে । ইহুদীদের ভিতরকার অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল । ইতিহাস হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে তাহারা তওরাতের ব্যবস্থা পরিত্যাগ করিয়াছিল । উহার পরিবর্তে তাহারা তালমূদ (ইহুদীদের হাদীস-গ্রন্থ)এবং তাহাদের আলেমদের কথার উপর বেশী নির্ভর করিত । বর্তমান যুগের মুসলমানদেরও এই অবস্থা । তাহারাও আল্লাহ্‌র গ্রন্থকে পরিত্যাগ করিয়াছে এবং উহার পরিবর্তে রেওয়ায়াতে বা কেস্‌সা কাহিনীর উপর বেশী জোর দিয়াছে । এতদ্ব্যতীত শাসনতন্ত্রের দিক দিয়াও একটা সাদৃশ্য আছে । হযরত ঈসা (আঃ)-এর সময় ছিল রোমীয় শাসন । বর্তমানে তেমনি ইংরাজ শাসন । ন্যায়পরায়ণতার জন্য এই উভয় সাম্রাজ্যই বিখ্যাত । ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে, ঈসা (আঃ) হযরত মূসা (আঃ)-এর পর চতুর্দশ শতাব্দীতে আসিয়াছিলেন এবং আমি আসিয়াছি হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে । আর একটি ব্যাপার আছে যাহা এই সাদৃশ্যকে পূর্ণ করিয়া দেয় । হযরত ঈসা (আঃ) নৈতিক শিক্ষার উপর বেশী জোর দিতেন । হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রচারিত জিহাদ সম্বন্ধে অনেক ভুল ধারণা প্রচলিত ছিল । হযরত ঈসা (আঃ) তাহা সংশোধন করিয়াছিলেন । ধর্মের জন্য তিনি কখনও অস্ত্র ধারণ করেন নাই । এই প্রকারে মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জন্যও নির্দিষ্ট ছিল যে, ব্যবহারিক জীবনে তিনি ইসলামের শিক্ষার উৎকৃষ্টতর ফল দেখাইয়া উহার সৌন্দর্য সপ্রমাণ করিবেন । ইসলামের বিরুদ্ধেও অপবাদ আছে যে, ইসলাম অস্ত্রবলে প্রচারিত হইয়াছে । মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সময় এই আপত্তি সম্পূর্ণরূপে রহিত করা হইবে । কারণ, তিনি ইসলামের সত্যতা প্রকাশ করিবেন উহার জীবন্ত ফল দেখাইয়া । ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইবে যে, আজ এই উন্নতির যুগে যখন ইসলামের পবিত্র শিক্ষার উৎকৃষ্টতর ফল দেখা যাইতেছে, তখন অতীতের সকল সময়ই উহার

ফল শুভ ও মঙ্গলময় ছিল । কারণ, ইহা একটি জীবিত ধর্ম । এই কারণেই হযরত রসূল করীম (সাঃ) মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে একথাও বলিয়াছেন যে, তিনি যুদ্ধ রহিত করিবেনঃ

يَضَعُ الْحَرْبَ (بخاری مطبوعہ مصر)

এখন এই সমুদয় প্রমাণ একযোগে চিন্তা করিয়া দেখ, বর্তমান সময়ে ঐশী মহাপুরুষের আগমন আবশ্যক কি না ? এ কথা যখন মানিয়া লওয়া হইয়াছে যে, প্রত্যেক একশত বৎসরের মাথায় একজন মুজাদ্দিদের আগমন আবশ্যক; দ্বিতীয়তঃ হযরত মূসা (আঃ)-এর সহিত রসূল করীম (সাঃ)-এর সাদৃশ্য যখন এক নিশ্চিত ব্যাপার, তখন এই সাদৃশ্য পূর্ণ করিবার জন্য বর্তমান শতাব্দীর যিনি মুজাদ্দিদ হইবেন, মর্যাদায় তাঁহার 'মসীহ্' (সংস্কারক) (আঃ) হওয়া আবশ্যক । কারণ বনী ইস্রাঈলের প্রতিশ্রুত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) হযরত মূসা (আঃ) হইতে চৌদ্দশত বৎসরের মাথায় আসিয়াছিলেন এবং বর্তমানে রসূল করীম (সাঃ)-এর পর চৌদ্দ শতাব্দী চলিতেছে*। 'চৌদ্দ' সংখ্যাটির মধ্যে যেন একট গুপ্ত রহস্য রহিয়াছে । চান্দ্র মাসের চৌদ্দ তারিখের চাঁদই পূর্ণ চন্দ্র বলিয়া

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

"এবং (ইতিপূর্বে) বদরের যুদ্ধে যখন তোমরা হীনবল ছিলে তখন আল্লাহ্ তোমাদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন" (৩ঃ১২৪)।

আল্লাহ্তা'লা এই কথার প্রতি একটা ইঙ্গিত করিয়াছেন । অর্থাৎ এক 'বদর' ছিল রসূল করীম (সাঃ)-এর সময়, যখন মুসলমানদের সংখ্যা নগণ্য থাকা সত্ত্বেও তিনি শত্রুগণের উপর জয়লাভ করিয়াছিলেন । আর এক 'বদর' এই চতুর্দশ শতাব্দীতে । এখন মুসলমানদের অবস্থা অতি শোচনীয় । মোটের উপর, এই সমুদয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আল্লাহ্তা'লা আমাকে পাঠাইয়াছেন ।

হাদীসের গ্রন্থসমূহে এ কথাও আছে যে, সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আগমনের সময় পৃথিবী 'জোর-যুলুমে' পূর্ণ হইবে । এখানে 'জোর-যুলুমের' এই অর্থ নহে যে তখন গভর্ণমেন্ট অত্যাচারী হইবে । যাহারা এইরূপ অর্থ করে, তাহারা মারাত্মক ভুল করিতেছে । প্রতিশ্রুত মসীহ্র সময়কার গভর্ণমেন্টের ন্যায়বান ও

* (বর্তমানে পনের শতাব্দী-প্রকাশক)

শান্তিপ্রিয় হওয়া আবশ্যক । আমি আল্লাহ্‌তা'লার শোক্‌র (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ) করিতেছি যে, তিনি আমাদিগকে এরূপ ন্যায়বান ও শান্তিপ্রিয় গভর্ণমেন্ট দিয়াছেন, যাহার তুলনা পৃথিবীর আর কোন গভর্ণমেন্টের সহিত হইতে পারে না । হযরত ঈসা (আঃ)-এর সময় রোমীয় গভর্ণমেন্ট ন্যায়পরায়ণতার জন্য বিখ্যাত ছিল । কিন্তু আমাদের গভর্ণমেন্ট রোমীয় গভর্ণমেন্ট হইতে বহুগুণে বেশী ন্যায়বান । পাদরী হেনরী মার্টিন ক্লার্ক সাহেব যখন আমার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিয়াছিলেন, তখন ক্যাপ্টেন ডগলাস জিলা গুরুদাসপুরের ডেপুটি কমিশনার । ইহাতে অনেকের মনে আশঙ্কা হইয়াছিল । কিন্তু এই ন্যায়বান বিচারক প্রকৃত সত্য উদঘাটন করিয়া ফেলিলেন এবং সিদ্ধান্ত করিলেন যে এই মোকদ্দমা কয়েকজন হীন লোকের ষড়যন্ত্রের ফল মাত্র । ক্যাপ্টেন ডগলাস এখন দিল্লীর ডেপুটি কমিশনার । এই অনুপম ন্যায়পরায়ণতার জন্য তিনি চিরস্মরণীয় থাকিবেন । বস্তুতঃ ইহা গভর্ণমেন্টের মাত্র একজন কর্মচারীর উদাহরণ। এইরূপ হাজার হাজার উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে । হাদীসে যে 'জোর-যুলুমের' কথা আছে, উহার প্রকৃত অর্থ এই যে, ঐ সময় পৃথিবী শির্‌কে পূর্ণ হইবে । লক্ষ্য করিয়া দেখ, বর্তমান যুগে পুতুল-পূজা, ক্রুশ-পূজা, কবর-পূজা প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের পূজা-পার্বণ হইতেছে, আর যিনি সত্য সত্যই আমাদের উপাস্য খোদা তাঁহার উপাসনা পরিত্যক্ত হইয়াছে ।

এখন সুধীগণ এই সকল কথা সামগ্রিকভাবে চিন্তা করিয়া দেখুন যে আমার কথাগুলি কি উপরে উপরে চোখ বুলাইয়া ছাড়িয়া দিবার যোগ্য; কিংবা ভালরূপে বুঝিবার বা অনুধাবন করিবার উপযুক্ত ? আমার দাবী কি শতাব্দীর শিরোভাগে নহে ? শতাব্দীর শিরোভাগ যখন আসিয়াছে, তখন আমি না আসিলেও আর কেহ আসিতেন । বুদ্ধিমান ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণের তাঁহাকে অনুসন্ধান করা উচিত । শতাব্দীর শিরোভাগ অতিক্রম করিয়া এখন প্রায় বিশ বৎসর (বর্তমানে পঞ্চদশ শতাব্দীরও ১০ বৎসর চলিতেছে- প্রকাশক) চলিয়া গিয়াছে, ইহাতে তাহাদের আরও বেশী উদ্বিগ্ন হওয়া আবশ্যক । বর্তমান যুগের অনাচারও এই কথা ঘোষণা করিতেছে যে উহার সংশোধনের জন্য একজন সংস্কারকের আগমন একান্ত আবশ্যক । খৃষ্টানগণ দুর্নীতি, উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশের একশেষ

করিয়াছেন । উহাদের প্রভাব মুসলমান সন্তানদের উপর এতদূর হইয়াছে যে তাহাদিগকে দেখিলে মুসলমান সন্তান বলিয়াই মনে হয় না । আর সব কথা ছাড়িয়া দাও, ক্রুশের এই অনাচার দূর করিবার জন্য যিনি আসিবেন, তাঁহাকে কি উপাধি দেওয়া হইবে ? এই অনাচার যিনি দূর করিবেন, হাদীসের ভাষায় তাঁহাকে নিশ্চয়ই يَكْسِرُ الصَّلِيْبَ বা ক্রুশ ধ্বংসকারী বলিতে হইবে । ইহা আগমনকারী মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর একটি উপাধি ।

কুরআন হাদীসে নানাভাবে নানা রঙে মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আগমন সংবাদ দেওয়া হইয়াছে । ইহা খুব ভালরূপে বুঝিয়া লওয়া উচিত । কারণ সামান্য পরিমাণ বুঝা, আর মোটেই না বুঝা, উভয়ই সমান । কিন্তু যে ব্যক্তি উত্তমরূপে বুঝিবে, তাহাকে বিভ্রান্ত করা সহজ নহে । সুতরাং আমি আপনাদিগকে পরামর্শ দিতেছি যে, এই বিষয়টি বুঝিবার জন্য খুব ভালরূপে চিন্তা করুন । এই বিষয়টিকে দৈনন্দিন ছোট খাটো ব্যাপারাদির মত মনে করিবেন না। ইহার সম্পর্ক ঈমানের সহিত; বেহেশ্ত-দোযখ এই কথার সহিত সংযুক্ত ।

মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে অস্বীকার করার পরিণাম

আমাকে অগ্রাহ্য করায় বস্তুতঃ আমাকে অগ্রাহ্য করা হয় না, বরং আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলকে অগ্রাহ্য করা হয় । যে ব্যক্তি আমাকে মিথ্যাবাদী বলে, আমাকে মিথ্যাবাদী বলিবার পূর্বেই সে খোদাকে মিথ্যাবাদী (মায়াযাল্লাহ্) বলে । কারণ সে মু‌সলমান সমাজের দারুণ অনাচার ও ইসলামের শত্রুগণের অতিমাত্রায় বাড়াবাড়ি দেখিতে পায়, অথচ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝

"নিশ্চয় আমরা এই যিক্র (কুরআন) নাযেল করিয়াছি এবং নিশ্চয় আমরাই ইহার হিফাযতকারী" বলিয়া আল্লাহ্তা'লার প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও তাঁহার তরফ হইতে ইহার প্রতিকারের কোন বিশেষ ব্যবস্থা দেখিতে পায় না । আবার সে আয়াতে 'এস্তেখলাফে' দেখিতে পায় যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর উম্মতের

(অনুসারীগণের) ন্যায় হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উম্মতের মধ্যেও খলীফা করিবেন বলিয়া আল্লাহ্‌তা'লা প্রতিশ্রুতি করিয়াছেন; কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি তিনি পূর্ণ করেন নাই (মায়াযাল্লাহ্), কারণ বর্তমান সময়ে এই উম্মতের কোন খলীফা নাই। শুধু এই পর্যন্তই নহে। তাহাকে এই কথাও বলিতে হইবে যে, কুরআন শরীফে হযরত রসূল করীম (সাঃ)-কে যে হযরত মূসা (আঃ)-এর সহিত তুলনা করা হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে (মায়াযাল্লাহ্), কারণ হযরত মূসা (আঃ)-এর পর চতুর্দশ শতাব্দীতে একজন 'মসীহ্' (আঃ) আসিয়াছিলেন। এই তুলনা বজায় রাখিতে হইলে এই উম্মতেও বর্তমান শতাব্দীতে (হিঃ চতুর্দশ শতাব্দী) একজন মসীহ্ (আঃ)-এর আগমন আবশ্যক। এইরূপে কুরআন শরীফের যে আয়াতে

وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ

"এবং (তিনি তাহাকে আবির্ভূত করিবেন) তাহাদের মধ্য হইতে অন্যদের মধ্যেও যাহারা এখনও পর্যন্ত তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই" (৬২ঃ৪) বলিয়া আঁ-হযরত (সাঃ)-এর এক বুরুজের সংবাদ দেওয়া হইয়াছে তাহাও সে মিথ্যা বলিতে বাধ্য হইবে। এইরূপে তাহাকে কুরআন শরীফের আরও বহু আয়াত অস্বীকার করিতে হইবে। উপরন্তু আমি দাবীর সহিত বলিতেছি যে, তাহাকে 'আলহামদু' হইতে 'আন্নাস' পর্যন্ত সমস্ত কুরআনকে মিথ্যা বলিতে হইবে।

আবার চিন্তা করিয়া দেখ, আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা কি সহজ ব্যাপার ? ইহা আমার মনগড়া কথা নহে। খোদাতা'লার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, ইহাই সত্য কথা। যে ব্যক্তি আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিয়া পরিত্যাগ করে, মুখে বলুক বা না বলুক, নিজের কার্যের দ্বারা সে সমস্ত কুরআনকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং খোদাকে পরিত্যাগ করে। আমার একটি ইলহামেও এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত আছে।

ইলহামটি এইঃ

اَنْتَ مِنِّيْ وَاَنَا مِنْكَ *

* (অর্থঃ তুমি আমা হইতে প্রকাশিত এবং আমি তোমাদ্বারা প্রকাশিত)।

আহ্বান

নিশ্চয়ই আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করায় খোদাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়। আর আমাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করায় খোদাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হয় এবং তাঁহার অস্তিত্বে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা হয়। পক্ষান্তরে আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা বস্তুতঃ আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা নহে; ইহাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়। যে ব্যক্তি আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতে সাহস করে, তাহার পক্ষে মনে মনে চিন্তা করা ও বিবেক বুদ্ধিকে জিজ্ঞাসা করা কর্তব্য যে, সে কাহাকে মিথ্যাবাদী বলিতেছে ?

আমাকে মিথ্যাবাদী বলায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়। কারণ, প্রত্যেক একশত বৎসরের মাথায় মুজাদ্দিদ আসিবেন বলিয়া তিনি আমাদিগকে যে আশ্বাস দিয়াছিলেন, তাহা মিথ্যা প্রমাণিত হয় (মায়াযাল্লাহ্)। দ্বিতীয়তঃ তিনি إِمَامُكُمْ مِنْكُمْ (তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের ইমাম হইবেন) বলিয়াছিলেন, তাহাও ভুল প্রমাণিত হয়। আবার ক্রুশ-ধর্ম প্রবল হওয়ার সময় এক মসীহ্ ও মাহ্দী (আঃ) আসিবেন বলিয়া তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহাও মিথ্যা হইয়া যায় (মায়াযাল্লাহ্)। কারণ, ক্রুশ-ধর্ম প্রবল হইয়াছে কিন্তু সেই প্রতিশ্রুত ইমাম (নেতা) আসিলেন না ; যে মুসলমান হইয়া ইহা স্বীকার করে, কার্যতঃ সে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না কি ?

আমি আবার বলিতেছি, আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা সহজ ব্যাপার নহে। আমাকে মিথ্যাবাদী বলিবার পূর্বে নিজেকে কাফের (অস্বীকারকারী) হইতে হইবে। আমাকে বে-দীন (ধর্মহীন) ও গোমরাহ্ (পথভ্রষ্ট) বলিতে যে সময় লাগিবে, তাহার পূর্বে নিজের গোমরাহী ও বে-দীনি স্বীকার করিতে হইবে। আমাকে কুরআন ও হাদীস বর্জনকারী বলিবার পূর্বে নিজেকেই কুরআন ও হাদীস বর্জন করিতে হইবে। আমি কুরআন ও হাদীসের সত্যতা প্রকাশ করি ; কুরআন ও হাদীস আমার সত্যতা প্রকাশ করে। আমি গোমরাহ্ নহি, আমি মাহ্দী। আমি কাফের নহি, আমি أَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ (প্রথম ও উৎকৃষ্ট মু'মেন)। খোদাতা'লা আমাকে জানাইয়াছেন যে, আমি এখন যাহা কিছু

বলিতেছি তাহা নির্ভুল। খোদার অস্তিত্বে যাহার বিশ্বাস আছে, কুরআন ও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে যে সত্য বলিয়া জানে, তাহার জন্য ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ। আমার মুখে শুনিয়া তাহার নীরব হওয়া কর্তব্য। কিন্তু যাহার দুঃসাহস অতি মাত্রায় বেশী তাহার কোন ঔষধ নাই। স্বয়ং খোদাই তাহাকে বুঝাইবেন।

অতএব, আমার অনুরোধ এই যে, খোদার উদ্দেশ্যে আপনি এই বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখুন এবং স্বীয় বন্ধুগণকে পরামর্শ দিন তাহারা যেন আমার সম্বন্ধে ব্যস্ততা না দেখায়। সরল মনে এবং নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করিয়া দেখে এবং বুঝিবার জন্য নামাযের মধ্যে খোদাতা'লার নিকট দোয়া করিতে থাকে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, জিদ ও কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া সত্য নির্ণয়ের জন্য কোন লোক যদি খোদার নিকট দোয়া করিতে থাকে, চল্লিশ দিনের মধ্যেই তাহার নিকট সত্য ব্যক্ত হইয়া পড়িবে। কিন্তু এই শর্ত পালন করিয়া খোদাতা'লার নিকট মীমাংসা চাওয়ার মত লোক অতি অল্পই দেখা যায়। অধিকাংশ লোকই স্বীয় বুদ্ধির দোষে অথবা জিদ ও কুসংস্কারের জন্য খোদার ওলীকে (বন্ধু) অগ্রাহ্য করিয়া নিজেদের ঈমান হারায়। ওলী নবীর সত্যতার নিদর্শন। ওলীর উপর বিশ্বাস না থাকিলে নবীর উপরও বিশ্বাস থাকে না। নবীর উপর বিশ্বাস না থাকিলে পরিণামে খোদার অস্তিত্বেও বিশ্বাস থাকে না। এইরূপে ওলীকে অবিশ্বাস করার ফলে ঈমান সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়।

প্রচার কার্যের জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া কুরআন শরীফের আয়াত *مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ 'তাহারা প্রত্যেক উচ্চ ভূমি ও সামুদ্রিক তরঙ্গমালার উপর হইতে ছুটিয়া আসিবে' -এর প্রতীকরূপে যাহারা লক্ষ লক্ষ লোকের ঈমান নষ্ট করিতেছে, সেই খৃষ্টীয় উপদ্রব কি এখন বিদ্যমান নাই ? এই প্রশ্ন এখন ভাবিয়া দেখা অতি আবশ্যক। যে সংস্কারকের দ্বারা এই উপদ্রব রহিত হইবে, হযরত রসূল করীম (সাঃ) তাঁহাকে কি উপাধি দিয়াছেন ? এই প্রশ্নেরও এখন উত্তর দিবার সময় আসিয়াছে। দিন দিন ক্রুশ-ধর্মের জোর বাড়িতেছে। সর্বত্র উহার আড্ডা জমিতেছে। বহু মিশন স্থাপিত হইতেছে এবং সুদূর দেশসমূহে উহা বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। আর কোন প্রমাণ না থাকিলেও স্বতঃই আমাদিগকে

---

* (الانبياء ع ٧ ٩٧) (আল-আম্বিয়া রুকূ-৭ আয়াত-৯৭)

স্বীকার করিতে হয় যে, এই আগুন নিভাইবার জন্য এ যুগে একজন সংস্কারকের আবির্ভাব আবশ্যক। খোদাতা'লাকে অশেষ ধন্যবাদ, তিনি আমাদিগকে আমাদের কথা অনুভব করার মধ্যেই এই প্রমাণটিকে সীমাবদ্ধ রাখেন নাই, স্বীয় রসূলের মহিমা ও গৌরব প্রকাশের জন্য পূর্ব হইতেই তিনি এ যুগের জন্য বহু ভবিষ্যদ্বাণী নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, এযুগে একজন সংস্কারক আসিবেন এবং يَكْسِرُ الصَّلِيبَ অর্থাৎ ক্রুশ-ধ্বংস করা হইবে তাঁহার একটি কাজ।

ক্রুশ-ধ্বংস বলিতে কি বুঝিতে হইবে ?

এইভাবে চিন্তা করিলে প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিকেই এই কথা মানিয়া লইতে হইবে যে, এ যুগে একজন সংস্কারকের আবশ্যক। ক্রুশ-ধ্বংস করা যে তাঁহার এই সময়ের কাজ তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সম্বন্ধে যে বলা হইয়াছে,'তিনি ক্রুশ-ধ্বংস করিবেন' ইহার অর্থ কি, তাহাই মীমাংসার বিষয়। তিনি কি ক্রুশের কাঠ ধ্বংস করিয়া বেড়াইবেন ? ইহাতে কি ফল হইবে ? একথা অতি পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, তিনি যদি কাঠের তৈরী ক্রুশগুলি ধ্বংস করিয়া বেড়ান তবে তাহা কোন উল্লেখযোগ্য কাজ হইবে না, ইহাতে তেমন কোন উপকার দর্শিবে না। কাঠের তৈরী ক্রুশগুলি যদি তিনি ধ্বংস করেন উহার স্থলে সোনা, রূপা ও অন্যান্য ধাতুর ক্রুশ তৈরী হইবে;ইহাতে খৃষ্ট-ধর্মের কতটুকু ক্ষতি হইবে ? হযরত আবুবকর (রাঃ), এজিদ এবং সুলতান সালাহ্উদ্দিন অনেক ক্রুশ নষ্ট করিয়াছিলেন। এই কাজের জন্য তাঁহারা কি মসীহ্ মাওউদ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন ? নিশ্চয় নহে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ক্রুশ ধ্বংস বলিতে সেই কাঠের ক্রুশ বুঝায় না, যাহা অনেক খৃষ্টান গলায় ঝুলাইয়া রাখে। ইহার একটি গূঢ় অর্থ আছে। আর একটি হাদীসে يَضَعُ الْحَرْبَ অর্থাৎ মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যুদ্ধ রহিত করিবেন বলিয়া যে ভবিষ্যদ্বাণী আছে তাহা এই গূঢ় অর্থের সমর্থন করে। এখন কেহ আমাকে বুঝাইয়া দিক, একদিকে এই হাদীস অনুসারে মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যুদ্ধ সম্পূর্ণরূপে উঠাইয়া দিবেন এবং তখনকার মত জিহাদ বা ধর্মযুদ্ধ হারাম

বলিয়া পরিগণিত হইবে। আর এক দিকে তিনি ক্রুশ-ধ্বংস করিবেন, অথচ তখন শান্তি বিরাজ করিবে ও গভর্ণমেন্ট ন্যায়বান হইবে বলিয়া আর একটি ভবিষ্যদ্বাণী আছে। ক্রুশ ধ্বংস করা যেহেতু মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কাজ এবং যুদ্ধও যখন হইবে না, তখন আপনি নিজেই বিবেচনা করিলে বুঝিবেন, ক্রুশ-ধ্বংস করার অর্থ কাঠের বা পিতলের যে ক্রুশ খৃষ্টনরা গলায় ঝুলাইয়া রাখে, তাহা ধ্বংস করা নহে ; বরং ক্রুশ-ধ্বংসের অর্থ হইবে খৃষ্টধর্মের অসারতা প্রতিপন্ন করা। আমি যে দাবী করিয়াছি, উহার সত্যতা কি ইহাতে প্রমাণিত হয় না ? বস্তুতঃ يَكْسِرُ الصَّلِيْبَ 'ক্রুশ-ধ্বংস' যে সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করে, তাহা লইয়াই আমি আসিয়াছি।

ধর্মের নামে যুদ্ধ করা হারাম

আমি পরিষ্কার ঘোষণা করিয়াছি, বর্তমান সময়ে জিহাদ বা ধর্ম-যুদ্ধ হারাম (নিষিদ্ধ)। কারণ 'ইয়াক্ সেরোস্ সালীব' (ক্রুশ ধ্বংস করা) যেমন মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কাজ, তদ্রূপ 'ইয়াজাউল হার্ব' (যুদ্ধ রহিত করা) তাঁহার আর একটি কাজ ; এই শেষোক্ত কাজের জন্য জিহাদ হারাম বলিয়া ফত্ওয়া দেওয়া আমার কাজ ছিল। অতএব আমি বলিতেছি, বর্তমান যুগে ধর্মের নামে অস্ত্র ধারণ করা হারাম এবং ভীষণ পাপ। সীমান্ত প্রদেশের অসভ্য লোকেরা জিহাদের নামে ডাকাতি করিয়া জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করে। এইরূপে শান্তি নষ্ট করিয়া তাহারা ইসলামের দুর্নাম রটাইতেছে। তাহাদের জন্য আমার বড়ই দুঃখ হয়। এই বর্বরদের জন্য কোন প্রকৃত মুসলমানেরই সহানুভূতি থাকা উচিত নহে।

তবে 'ক্রুশ ধ্বংস' করার অর্থ কি ?

মনোযোগের সহিত শ্রবণ করা কর্তব্য যে, খৃষ্টধর্ম যখন প্রবল হইবে তখন মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আসিবার সময় এবং ক্রুশ-ধ্বংস করা তাহার কাজ। সুতরাং স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর আগমনের উদ্দেশ্য খৃষ্টধর্মের পূর্ণ খণ্ডন করা। তিনি দলিল-প্রমাণ দিয়া খৃষ্টধর্মের ভিত্তিহীনতা

সপ্রমাণ করিবেন। আল্লাহ্‌র বিশেষ সাহায্যে এবং অলৌকিক ঘটনার বলে তাঁহার দেওয়া দলিল প্রমাণ প্রবল শক্তিশালী হইবে এবং ঐ ধর্মের অসারতা জগদ্বাসীর নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। লক্ষ লক্ষ লোক একথা স্বীকার করিবে যে, খৃষ্ট-ধর্ম মানুষের জন্য মঙ্গলজনক হইতে পারে না। এই কারণে আমার পূর্ণ চেষ্টা ক্রুশ-ধর্মের বিরুদ্ধে নিয়োজিত রহিয়াছে।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু

ক্রুশ ধ্বংস করিতে কিছু অবশিষ্ট আছে কি ? হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর কথাই ঐ ধর্মকে নির্মূল করিয়া দিয়াছে। এ কথা যখন প্রমাণিত হইয়াছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) ক্রুশে প্রাণত্যাগ করেন নাই, কাশ্মীরে আসার পর স্বাভাবিক নিয়মে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, তখন ক্রুশ ধ্বংসের আর কি অবশিষ্ট আছে, তাহা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি আমাকে বলিয়া দিবেন কি ? জিদ, কুসংস্কার যাহার হৃদয়কে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে নাই, এবং বিচার শক্তি নষ্ট করে নাই, এইরূপ খৃষ্টানও স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, এই প্রশ্নের ফলে খৃষ্টধর্ম সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে।

ফল কথা, খৃষ্টধর্ম যখন প্রবল হইয়া উঠিবে, তখন আল্লাহ্‌তা'লা মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে পাঠাইবেন। এই কথা অতি স্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, ক্রুশ-ধর্মের উপদ্রব যখন খুব বেশী হইবে, যখন উহার প্রচারকল্পে যাবতীয় কৌশল অবলম্বন করা হইবে, শিরক্ ও মৃতের পূজা-রূপ অনাচারে পৃথিবী যখন পরিপূর্ণ হইবে তখন আল্লাহ্‌তা'লা যে মহাপুরুষকে পাঠাইবেন তাঁহার কাজ হইবে মৃতের পূজা ও ক্রুশ-পূজার অভিসম্পাত দূর করিয়া যাবতীয় অনাচার হইতে পৃথিবীকে পবিত্র করা। ইহাই ক্রুশ-ধ্বংসের স্বরূপ। বাহ্য দৃষ্টিতে 'ইয়াক্‌সিরোস্‌সালীব' (ক্রুশ-ধ্বংস করা) ও 'ইয়াজাউল হার্ব' (যুদ্ধ রহিত করা) পরস্পর বিরোধী মনে হয়। কারণ বিনা যুদ্ধে ক্রুশ ধ্বংস করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আগমনের উদ্দেশ্য যাহারা বুঝে নাই, তদ্রূপ অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের নিকট ইহা বিপরীতার্থক বোধ হইবে। বস্তুতঃ পক্ষে 'ইয়াজাউল হার্ব' বা 'যুদ্ধ রহিত করা' ক্রুশ ধ্বংসের প্রকৃত অর্থই প্রকাশ

করিতেছে। আমি ইতিপূর্বেই বলিয়াছি, ক্রুশ-ধ্বংসের প্রকৃত অর্থ কাঠের বা অন্য কোন জিনিষের তৈরী ক্রুশ ভাঙ্গিয়া ফেলা নহে । ক্রুশীয় ধর্মকে পরাভূত করাই ক্রুশ ধ্বংসের প্রকৃত অর্থ । ধর্মের পরাজয় দলিল-প্রমাণের দ্বারাই হইয়া থাকে । আল্লাহ্‌তা'লা বলিয়াছেন ঃ

لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ

"যেন সেই ব্যক্তি ধ্বংস হয়, যে দলিল-প্রমাণ দ্বারা ধ্বংস হইয়াছে" (৮ঃ৪৩)।

যাহা হউক, আমার বিরোধী আলেমগণ যদি এতদূর বাড়াবাড়ি না করিয়া, খোদার সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে সমরণ রাখিয়া শান্তমনে এই সমুদয় বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিত, তাহা হইলে আমার অনুসরণ করা ব্যতীত নিশ্চয়ই তাহাদের আর কোন পথ থাকিত না । তাহারা দেখিতে পাইত যে, আমি এই (হিঃ চতুর্দশ*) শতাব্দীর শিরোভাগে আসিয়াছি । বরং আরও উনিশ (বর্তমানে পঞ্চদশ শতাব্দীর ১০ বৎসর চলিতেছে*) বৎসর অতীত হইয়াছে। শতাব্দীর শিরোভাগে মুজাদ্দিদের আগমন আবশ্যক, অন্যথায় নিশ্চয়ই রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয় । আবার তাহারা যদি খৃষ্ট-ধর্মের উপদ্রব লক্ষ্য করিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত যে, ইসলামের জন্য ইহা অপেক্ষা বড় বিপদ আর কখনও আসে নাই । বরং যখন হইতে নবীগণের আবির্ভাব আরম্ভ হইয়াছে, তখন হইতে আজ পর্যন্ত এত পড় বিপদ আর কখনও দেখা দেয় নাই । দর্শনের দিক দিয়া ধর্মের উপর আক্রমণ আসিয়াছে । বিজ্ঞানের দিক দিয়া ধর্মের উপর আক্রমণ চলিতেছে । প্রত্যেক ব্যক্তিই যাহার যে বিষয় জানা আছে, তদ্দ্বারা ইসলামকে আক্রমণ করিতেছে । নর-নারী উভয়ে বক্তৃতা করিতেছে এবং বিবিধ উপায়ে ইসলামের প্রতি লোকদিগকে বীতশ্রদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছে । খৃষ্টধর্মের প্রতি লোকদিগকে আকৃষ্ট করা তাহাদের কাজ । হাসপাতালে যাও, দেখিবে ঔষধের সহিত খৃষ্ট-ধর্মের কথা শুনাইতেছে । এমনও অনেক সময় ঘটিয়াছে যে, চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যাইয়া স্ত্রীলোক বা বালক-বালিকা নিরুদ্দেশ হইয়াছে এবং পরে খৃষ্টান অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে ।

---

* প্রকাশক । * প্রকাশক ।

তাহারা সাধু বেশে প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে । ফল কথা, কুপ্ররোচণার এমন কোন পন্থা বাকী নাই, যাহা এই খৃষ্টান জাতি অবলম্বন করে নাই । তাহাদের উপদ্রবের উপর যদি আলেমদের দৃষ্টি থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা স্বীকার করিত যে, ইহার প্রতিকারের জন্য খোদাতা'লার তরফ হইতে নিশ্চয়ই কাহারও আগমন আবশ্যক । কুরআন করীমের প্রতি অবহেলা ও অমনোযোগ যদি তাহারা লক্ষ্য করিত, তাহা হইলেও তাহারা নিশ্চয়ই বলিত যে, وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ (আমরাই উহার রক্ষক) বলিয়া আল্লাহ্‌তা'লা যে প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন, তদনুযায়ী নিশ্চয়ই কুরআন শরীফের একজন রক্ষকের আবির্ভাব আবশ্যক । তাহারা যদি হযরত মুসা (আঃ)-এর খলীফা ও মুহাম্মদী খলীফার সাদৃশ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিত তাহা হইলেও তাহাদিগকে মানিতে হইত যে, এই চতুর্দশ শতাব্দীতে একজন 'খাতামুল-খুলাফার' আবির্ভাব আবশ্যক । এইরূপে একটি দুইটি নহে, বহু কথা আছে, যাহা তাহাদের হেদায়াতের উপ-করণ হইতে পারিত। কিন্তু তাহারা ইন্দ্রিয়ের পূজা এবং জিদ ও কুসংস্কার বশতঃ এই সকল কথা না ভাবিয়াই শত্রুতা করিতেছে ।

আমি যে সকল কথা উপস্থাপন করিতেছি, তাহা সেই ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারে, যে কখনও ঘরের বাহিরে যায় না এবং হুজরার (কুঠরী) মধ্যেই যাহার জীবন কাটে । যে বলে, কোন বিপদ উপস্থিত হয় নাই, তাহাকে আমি শুধু কুসংস্কারে নিমজ্জমানই বলি না, বরং বেয়াদব ও দুষ্ট বলি । আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সম্মানের খেয়াল তাহার অন্তরে নাই; এবং কিরূপে তাঁহাকে সম্মান দেখান আবশ্যক, তাহা সে আদৌ জানে না । বুদ্ধিমান ও ধর্মজ্ঞানসম্পন্ন লোকেরা জানেন যে, আঁ-হযরত (সাঃ) এই বিপদকে কখনও সামান্য মনে করেন নাই । বস্তুতঃ এই বিপদ সামান্য নহে । আমি লোকদিগকে এই বিপদের কথা জানাইয়া দিতে চাই বলিয়া বার বার একথা বলি । খৃষ্টানদের কাগজগুলি দেখিলে জানা যাইবে যে, সেগুলির এক একখানারই লক্ষ লক্ষ কপি বাহির হয়। প্রচারের যে সকল উপায় এখন আছে, উহা পূর্বে কখনও ছিল কি ? ইহার পূর্বে ইসলামের বিরুদ্ধে একখানা পত্রিকা দেখাইতে পার কি ? এই শতাব্দীতে

আহ্বান

ইসলামের বিরুদ্ধে যে সকল সংবাদপত্র ও পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে তাহা একত্র করিলে পর্বত প্রমাণ হইয়া বহু মাইল বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। কিছুমাত্র অতিশয়োক্তি না করিয়া আমি বলিতেছি যে, এই সকলের উচ্চতা জগতের উচ্চতম পর্বত হইতেও বেশী হইবে এবং এই সমুদয় যদি বিস্তৃত করিয়া জমির উপর সাজাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে বহু মাইল ব্যাপী এলাকাকে ঢাকিয়া ফেলিবে। ইসলাম এখন কারবালার মাঠের শহীদগণের ন্যায় চারিদিকে শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত। অধিকন্তু আরও দুঃখ এই যে, আমার বিরুদ্ধবাদীগণ বলে, "আল্লাহ্‌র তরফ হইতে কাহারও আসিবার আবশ্যকতা নাই।"

অনর্থক বাক-বিতণ্ডাকারীর সহিত আমার কথা বলিতে ইচ্ছা হয় না। এইরূপ লোকের সহিত কথা বলা, বৃথা সময় নষ্ট করা ব্যতীত আর কিছুই নয়। হ্যাঁ, যে ব্যক্তি সত্যের সন্ধান করে, সে আমার কাছে আসিয়া অবস্থান করুক। তাহাকে বুঝাইয়া তাহার চিত্তে শান্তি আনয়ন করিবার জন্য আমি সর্বতোভাবে প্রস্তুত আছি। কিন্তু দুঃখ এই যে, এ রকম লোক পাওয়া যায় না। আমার বিরুদ্ধবাদী দুই চারি দশ মিনিটেই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে চায়। ইহা যেন ধর্মের জুয়া খেলা। সত্য এভাবে বুঝা যায় না। আপনি নিজেই চিন্তা করিয়া দেখুন, ইসলামকে পরাভূত করিবার জন্য খৃষ্টানগণ এখন কত জোর দিতেছে। কলিকাতার বিশপ সাহেব লণ্ডনে যাইয়া বক্তৃতা দিয়াছেন যে, খৃষ্ট-ধর্ম গ্রহণ না করিয়া কোন লোকই ইংরেজ গভর্ণমেন্টের হিতাকাঙ্ক্ষী হইতে পারে না। এই সকল বক্তৃতা হইতে কি এ কথা অনুমান করা যায় না যে, লোকদিগকে খৃষ্টান করিবার জন্য কতখানি চেষ্টা চলিতেছে এবং খৃষ্টানদের উদ্দেশ্য কত স্পষ্ট। তাহাদের ইচ্ছা এই, যেন একজন লোকও মুসলমান না থাকে। খৃষ্টান পাদরীগণও একথা স্বীকার করিয়াছে যে, তাহাদের সামনে ইসলাম অপেক্ষা বড় বাধা আর নাই। স্মরণ রাখিও, খোদাতা'লা তাঁহার ধর্মের সম্মান রক্ষার জন্য প্রস্তুত। তিনি সত্যই বলিয়াছেন ঃ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُونَ ○

"নিশ্চয় আমরা এই যিক্‌র (কুরআন) নাযেল করিয়াছি এবং নিশ্চয় আমরাই ইহার হিফাযতকারী" (১৫ঃ১০)।

এই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন । প্রত্যেক শতাব্দীর শিরো-ভাগে মুজাদ্দিদ আসিবেন বলিয়া আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তদনুযায়ী আল্লাহতা'লা আমাকে চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ করিয়াছেন । হাদীসে আমার নাম 'কাসেরুস্‌সালীব' (ক্রুশ ধ্বংসকারী) রাখা হইয়াছে । আমার এই দাবী যদি মিথ্যা হয়, নবুওয়াতের যাবতীয় ব্যাপারই মিথ্যা হইবে। ইহার উপর আরও আশ্চর্যের বিষয় এই হইবে যে, খোদাতা'লা মিথ্যার সহায়তাকারী বলিয়া প্রমাণিত হইবেন (মায়াযাল্লাহ্)। কারণ আমি তাঁহার সাহায্য পাইয়া থাকি এবং তাঁহার সহায়তা আমার সঙ্গে আছে ।

মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর যুগের লক্ষণ

অমূলক সন্দেহবশতঃ আপত্তি করিয়া বলা হয় যে, মসীহ্ (আঃ) আকাশ হইতে আসিবেন । তাঁহার হাতে এক অস্ত্র থাকিবে, উহার দ্বারা তিনি দাজ্জালকে বধ করিবেন । খোদাতা'লার যাবতীয় শক্তি দাজ্জালের আয়ত্তে থাকিবে । মসীহ্ (আঃ) আকাশ হইতে বিনা সিঁড়িতে নামিয়া আসিবেন । কিন্তু দামেস্কের মিনারে পৌঁছিয়া বিনা সিঁড়িতে নামিবেন না । দাজ্জাল মৃতদিগকে পুনরায় জীবিত করিবে । এইরূপ অনেক কথা তাহারা মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর নযুল (আবির্ভাব) সম্বন্ধে তৈরী করিয়া রাখিয়াছে । দাজ্জালের সম্বন্ধে আরও বলা হয় যে, সে অন্ধ হইবে । ইহাতে দাজ্জাল কি বলিতে পারিবে না যে, সে একক ও অদ্বিতীয় বলিয়া এবং সকলকে এক দৃষ্টিতে দেখে বলিয়া তাহার চক্ষু মাত্র একটি ? যে কোন বুদ্ধিমান লোক এই সকল কথা চিন্তা করিলে স্বতঃই তাহার হাসি পাইবে যে, তাহারা কি অদ্ভুত কথা বলে ! আমি যাহা কিছু বলিয়াছি, তাহা একটিও কাল্পনিক নহে ; প্রত্যেকটিই বাস্তব । আমার কথাগুলির স্বপক্ষে কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ আছে এবং খোদাতা'লার সহায়তাও আছে । আজ যাহারা বুঝিতেছে না, তাহারা পরে বুঝিবে । আল্লাহ্‌র জ্যোতিঃ কেহ নিভাইতে পারে না ।

নযুল শব্দটির ভুল অর্থ করিও না

স্মরণ রাখিও, শব্দের অর্থ করিতে লোকে বড়ই ভুল করে । শব্দ কখনও ধাতুগত মূল অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং কখনও আলঙ্কারিকভাবে অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। আঁ-হযরত (সাঃ) বলিয়াছিলেন, সর্ব প্রথম তাঁহার সেই স্ত্রীর মৃত্যু হইবে, যাহার হাত সবচেয়ে বেশী লম্বা । আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সম্মুখেই তাঁহার বিবিগণ তাঁহাদের হাত মাপিয়া দেখিলেন ; কিন্তু আঁ-হযরত (সাঃ) এইরূপ করিতে নিষেধ করিলেন । ঘটনাক্রমে যখন বিবি যয়নব আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পর সর্ব প্রথম জান্নাতবাসিনী হইলেন, তখন বুঝা গেল যে, হাত লম্বা কথাটি মূল অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, ইহার অর্থ সর্বাপেক্ষা দানশীলা । আল্লাহ্‌র কালামেও এইরূপ উদাহরণ আছে, যেখানে শব্দের প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করিলে কোনই অর্থ হয় না । যথা—

مَنْ كَانَ فِي هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى

"যে ব্যক্তি ইহজগতে অন্ধ থাকিবে সে পরজগতেও অন্ধ হইবে" (১৭ঃ৭৩)। আপনি উজিরাবাদের অধিবাসী । সেখানকার হাফেজ আবদুল মান্নান (এই ব্যক্তির দৃষ্টি-শক্তি ছিল না— অনুবাদক) এই সেলসেলার একজন ঘোরতর শত্রু । এই আয়াতের অর্থ তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন । নিশ্চয় তাহাকে বলিতে হইবে যে, এই আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করা চলে না, রূপক অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে । এই আয়াতের অর্থ ইহা নহে যে, এই পৃথিবীতে যাহাদের চক্ষু নাই, পরকালেও তাহাদের চক্ষু থাকিবে না । এই আয়াতে অন্ধ অর্থে জ্ঞান ও দূরদর্শীতার অভাব বুঝিতে হইবে ।

শব্দের রূপক অর্থ থাকা যখন প্রমাণিত বিষয়, বিশেষতঃ ভবিষ্যদ্বাণীতে যখন রূপক থাকিবার রীতি আছে, তখন মসীহ্‌র 'নযুল' সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলির প্রকাশ্য অর্থ ব্যতীত আর কোন অর্থে গ্রহণ না করা কি প্রকারে বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়া গণ্য হইতে পারে ? আমার বিরুদ্ধবাদীগণ সর্বত্রই প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করে এবং ভিত্তিহীন কল্পনার আশ্রয় নেয় । কিন্তু স্মরণ রাখিবেন—

আহ্বান

إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

"নিশ্চয় অনুমান সত্যের মোকাবেলায় কোন কাজে আসে না" (১০:৩৭)।

إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

"কারণ কতক (ক্ষেত্রে) সন্দেহ পাপ বিশেষ" (৪৯:১৩)।

অলীক খেয়ালের বশবর্তী হইয়া শব্দের যদি প্রকাশ্য অর্থই গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে দৃষ্টিশক্তিহীনদের মুক্তির আশা পরিত্যাগ করিতে হইবে। যে কথার কোন নিশ্চিত প্রমাণ নাই, উহার উপর কেন যে তাহারা এত জোর দেয় তাহা আমার বুদ্ধিতে আসে না। খোদাতা'লার ভাষা সম্বন্ধে তাহাদের মোটেই জ্ঞান নাই। এই বিষয়ে তাহাদের যদি জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে ভবিষ্যদ্বাণীর ভাষায় কি পরিমাণ রূপকের ব্যবহার থাকে তাহা জানিত। আঁ-হযরত (সাঃ) স্বপ্নে স্বীয় হস্তে সোনার বলয় দেখিয়াছিলেন যাহা তিনি ফুঁ দিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন ; তাহার অর্থ ছিল ভণ্ড নবী। তাঁহাকে গরু যবাহ্ করা দেখান হইয়াছিল। ইহার অর্থ ছিল তাঁহার সাহাবাগণের হত্যা। ইহা কোন অজানা কথা নহে। স্বপ্ন ও ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে ইহাই খোদাতা'লার সাধারণ নিয়ম। দেখ, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর যে স্বপ্ন কুরআন শরীফে উল্লেখিত হইয়াছে উহাতে কি চন্দ্র, সূর্য ও তারাই বুঝায় ? অথবা মিশরাধিপতির স্বপ্নে গরু দেখার অর্থ কি সত্য সত্যিই গরু ছিল না আর কিছু ? এইরূপ একটি দুইটি নহে, হাজার হাজার উদাহরণ পাওয়া যায়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আগমন সংক্রান্ত ব্যাপারে তাহারা একথা ভুলিয়া গিয়া শব্দের প্রকাশ্য অর্থের উপর জোর দেয়। এই প্রকার বিষয়ে মতভেদের মূল কারণ দুইটি। যথা, রূপকের স্থলে প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করা এবং প্রকাশ্য অর্থের স্থলে রূপক অর্থ গ্রহণ করা। ভবিষ্যদ্বাণীর ভাষায় যদি রূপকের অস্তিত্ব স্বীকার করা না হয় তাহা হইলে কোন কোন নবীর নবুওয়াত প্রমাণ করা অতি কঠিন হইয়া পড়িবে। ইহুদীগণ এই বিপদে পড়িয়াছিল। হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে লিখিত ছিল যে, তাঁহার আসিবার পূর্বে ইলিয়াস নবী আকাশ হইতে আসিবেন। মালাকী নবীর কেতাবে এই ভবিষ্যদ্বাণী অতি পরিষ্কারভাবে লিখিত আছে। এই

ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ইহুদী জাতি ইলিয়াস নবীর আশায় আকাশের দিকে চাহিয়া ছিল ।

কিন্তু ইলিয়াস নবীর অবতরণের পূর্বেই যখন হযরত ঈসা (আঃ) আসিলেন, তখন ইহুদীগণ হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল । তাহাদের এই সমস্যা দাঁড়াইল যে ইলিয়াস নবী আকাশ হইতে নামিয়া আসার পূর্বে মসীহ্ আসিতে পারেন না ।

এখন ন্যায়বিচার আবশ্যক । এই মোকদ্দমা যদি কোন জজের আদালতে পেশ করা হয়, ইহুদীগণকেই তিনি ডিক্রী দিবেন, কারণ পরিষ্কার লেখা আছে যে মসীহ্ আসার পূর্বে ইলিয়াস (আঃ) আকাশ হইতে আসিবেন। হযরত ঈসা (আঃ) হযরত ইয়াহিয়া (আঃ)-কে ইলিয়াস (আঃ)-এর 'বুরূজ'— সমগুণ ও সম-প্রকৃতিবিশিষ্ট প্রতিপন্ন করিয়া ইয়াহিয়া (আঃ)-কে ইলিয়াস (আঃ) বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন । এইরূপ বুরূজের উদাহরণ ইতিপূর্বে ইহুদীদের মধ্যে ছিল না । ইহুদীদের কেতাবগুলি সম্বন্ধে সত্য মিথ্যা কিছু না বলাই আমার রীতি । কিন্তু কুরআন শরীফে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে,

فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ○

"যদি না জান তবে তাহা হইলে আহ্‌লে যিক্‌রকে (কিতাবধারীগণকে) জিজ্ঞাসা কর" (১৬ঃ৪৪)।

এতদ্ব্যতীত কুরআন শরীফের কোথাও এই ঘটনার বিরুদ্ধে কোন কথা নাই । অন্যদিকে ইহুদী ও খৃষ্টান জাতি উভয়েই এই ঘটনা স্বীকার করে । ঘটনাটি যদি সত্য না হইত, তাহা হইলে খৃষ্টানদের ইহার প্রতিবাদ করা কর্তব্য ছিল ।

বিশেষতঃ ঘটনাটি সত্য বলিয়া স্বীকার করায় খৃষ্টানদিগকে অনেক কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় । ইহা যদি মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করা যাইত, তাহা হইলে তাহারা এই সকল সমস্যার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিত । ইহা সত্বেও তাহারা যখন ঘটনাটিকে সত্য বলিয়া স্বীকার করে, তখন আমাদের পক্ষে অযথা ইহাকে মিথ্যা বলিবার হেতু কি ?

সত্য কথা এই যে, মসীহ্ (আঃ) আসিবার পূর্বে ইলিয়াস (আঃ) আসিবেন বলিয়া একটি প্রামাণিক সংবাদ ইহুদীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই কারণেই যখন হযরত ঈসা (আঃ) আসিলেন তখন তাহারা বিপদে পড়িল। তাহারা হযরত ঈসা (আঃ)-কে ইলিয়াস (আঃ)-এর কথা জিজ্ঞাসা করিল। তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণী স্বীকার করিলেন এবং ইলিয়াস (আঃ)-এর গুণসম্পন্ন বলিয়া হযরত ইয়াহিয়া (আঃ)-কে ভবিষ্যদ্বাণীর কথিত নবী সাব্যস্ত করিলেন। এই সংবাদ যদি সত্য না হইত তাহা হইলে ইয়াহিয়া (আঃ)-কে ইলিয়াস (আঃ) বলিয়া সাব্যস্ত করার পরিবর্তে তাঁহার এই কথা বলাই উচিত ছিল যে, ইলিয়াস (আঃ)-এর আসিবার ভবিষ্যদ্বাণীটি ভুল, কোন ইলিয়াস (আঃ) আসিবেন না। হযরত ঈসা (আঃ) যদি এই সংবাদ সত্য বলিয়া বিশ্বাস না করিতেন, নিশ্চয়ই তিনি ইয়াহিয়া (আঃ)-এর রূপে ইলিয়াস (আঃ)-কে দেখাইতেন না। ইহা সামান্য কথা নহে। হযরত ঈসা (আঃ)-এর পক্ষে ইহুদীগণের আপত্তি স্বীকার করিয়া উত্তর দেওয়াই একথার অতি পরিষ্কার প্রমাণ যে, উহাতে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। যাহা হউক, ইহুদীদিগের এই আপত্তি গ্রহণযোগ্য ছিল এবং উহা গ্রহণ করিয়াই হযরত ঈসা (আঃ) উত্তর দিয়াছিলেন, "ইয়াহিয়া (আঃ)-ই সেই ইলিয়াস (আঃ) যাঁহার আসিবার কথা ছিল। যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সে ইহা বিশ্বাস করুক।"

রূপক বর্ণনা যদি গ্রহণযোগ্য না হয় এবং উহা যদি ঐশী সংবাদের একটা প্রধান অঙ্গ না হয়, তাহা হইলে আমার বিরুদ্ধবাদী আলেমদেরও ইহুদীগণের ন্যায় হযরত ঈসা (আঃ)-এর দেওয়া ব্যাখ্যা অস্বীকার করা আবশ্যক। আমি ইতিপূর্বেই দেখাইয়াছি যে, ইলিয়াস নবীর আগমন সংক্রান্ত সংবাদটিকে মুসলমানগণ মিথ্যা বলিতে পারে না। কারণ কুরআন ইহাকে মিথ্যা বলে নাই। ইহাকে মিথ্যা বলিবার সর্বপ্রথম অধিকার ছিল হযরত ঈসা (আঃ) ও তাঁহার অনুসারীগণের। তাঁহারাও উহাকে মিথ্যা বলেন নাই। সুতরাং আমার বিরুদ্ধবাদীগণের মতে রূপক যখন গ্রহণযোগ্য নহে এবং প্রত্যেক ভবিষ্যদ্বাণীই যখন প্রকাশ্য শাব্দিক অর্থে পূর্ণ হওয়া দরকার, তখন ইহুদীগণের ন্যায় তাহাদিগকেও বলিতে হইবে যে, হযরত মসীহ্ (আঃ) এখনও আসেন নাই। হযরত ঈসা (আঃ)-এর আগমন অস্বীকার করিলে, আঁ-হযরত (সাঃ)-কেও

অস্বীকার করিতে হয় । এইরূপে ইসলাম তাহাদের হাত হইতে চলিয়া যাইবে । এই কারণে আমি বার বার এই কথার উপর জোর দেই যে, আমাকে মিথ্যাবাদী বলায় ইসলামকে মিথ্যা বলা অপরিহার্য হইয়া পড়ে ।

এই অবস্থায় বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ অনুমান করিতে পারেন যে, কোনও নবীর দ্বিতীয়বার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী যেমন রূপকভাবে পূর্ণ হয়, হযরত ঈসা (আঃ)-এর দ্বিতীয়বার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী সেভাবেই পূর্ণ হওয়ার কথা । হযরত ঈসা (আঃ)-এর ফয়সালা হাইকোর্টের ফয়সালার মত গণ্য হইবে । যে কেহ ইহার বিরুদ্ধে কথা বলিবে, সে বিফলকাম হইবে । স্বয়ং হযরত ঈসা (আঃ)-এরই যদি আসিবার কথা থাকিত, তিনি পরিষ্কারভাবে বলিতেন'আমিই নিজে আসিব'। ইহুদীদের আপত্তি এই যে, ইলিয়াস (আঃ)-এর তুল্য ব্যক্তিই যদি আসিবার কথা ছিল, খোদাতা'লা কেন বলিলেন না যে ইলিয়াস (আঃ)-এর তুল্য ব্যক্তিইত আসিবেন ? ফল কথা, খোদাকে ভয় করিয়া এবং বিশুদ্ধ মনে হযরত ইলিয়াস (আঃ) সংক্রান্ত ঘটনাটি চিন্তা করিলে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, কাহারও দ্বিতীয়বার আসিবার কথা থাকিলে তাহার কি অর্থ হয় এবং তিনি কিভাবে আসেন । দুই ব্যক্তি বাদানুবাদ করিতেছে । একজন দৃষ্টান্ত পেশ করিতেছে, আর একজন দৃষ্টান্ত দিতে পারে না । এখন বল কাহার কথা মানিয়া লইবার উপযুক্ত ? স্বীকার করিতে হইবে যে, যুক্তিতর্কের উপর যে ব্যক্তি দৃষ্টান্ত পেশ করিতে পারে, তাহার কথাই গ্রহণযোগ্য । ইলিয়াস (আঃ) সম্বন্ধে স্বয়ং হযরত ঈসা (আঃ) যে ফয়সালা করিয়াছিলেন, আমি দৃষ্টান্ত হিসাবে তাহা পেশ করিতেছি । আমার বিরুদ্ধে আলেমগণ যদি তাহাদের দাবী সত্য বলিয়া মনে করে, তবে তাহাদের দুই চারি ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা উচিত, যাহাদের আকাশ হইতে নামিয়া আসিবার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় । সত্যের সমর্থনের জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করা নিশ্চয়ই আবশ্যক । এই 'মোকদ্দমার' মীমাংসার বিষয় এই যে, কাহারও দ্বিতীয়বার আসিবার ভবিষ্যদ্বাণী থাকিলে স্বয়ং ঐ ব্যক্তির আগমন বুঝিতে হইবে অথবা তাহার তুল্য ব্যক্তির আবির্ভাব বুঝিতে হইবে । এই দাবী যদি সত্য হয় যে, স্বয়ং সেই ব্যক্তিই আসিবেন, তাহা হইলে হযরত ঈসা (আঃ)-এর নবুওয়াতে যে সকল দোষ বর্তায়,তাহা খণ্ডন করা কর্তব্য। প্রথম এই দোষ বর্তায়

যে, তাঁহার মীমাংসা সুবিবেচনা সম্মত নহে । দ্বিতীয়, ইলিয়াস (আঃ) যখন আকাশ হইতে আসেন নাই, মসীহ্ (আঃ) কিরূপে আসিতে পারেন ? এই অবস্থায় ইহুদীগণের অনুকূলে মীমাংসা দিতে হইবে । আমার বিরুদ্ধবাদীগণ এই আপত্তি খণ্ডন করুক । তাহারা রূপককে ধর্তব্যের মধ্যে আনিতে চায় না বলিয়া তাহাদের উপর এই বিপদ আসে। সার কথা এই যে, হযরত ঈসা (আঃ) যে মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন তাহাই সত্য । ইলিয়াস (আঃ)-এর দ্বিতীয়বার আগমনের অর্থ ইহাই ছিল যে, তাহার স্বভাব ও গুণবিশিষ্ট তাঁহার তুল্য কোন ব্যক্তি আসিবেন । ইহার বিপরীত প্রমাণ করা কোন প্রকারেই সম্ভব নহে । পূর্ব ও পশ্চিমে বিচরণ করিয়া এ কথার দৃষ্টান্ত অন্বেষণ কর যে, দ্বিতীয়বার যাহার আসিবার কথা থাকে, তিনিই কি স্বয়ং আসিয়া থাকেন ? এই বিশ্বাস যদি মনে স্থান দাও, তবে ইহার ফলে ইসলাম হাত ছাড়া হইবে । এই কারণে ইহুদীগণ হযরত ঈসা (আঃ)-কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিয়াছে । আমার বিরোধী মুসলমানগণ কি তাঁহাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিতে চায় ? এই ঘটনার মাধ্যমে আর একটি আপত্তি করা যাইতে পারে । কথিত আছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) মৃতকে জীবিত করিতেন এবং এতদ্ব্যতীত তাঁহার আরও বহু ঐশ্বরিক শক্তি ছিল । এখন প্রশ্ন এই যে, তিনি ইলিয়াস নবীকে পুনরুজ্জীবিত করিলেন না কেন ? অথবা নিজ ক্ষমতায় তাঁহাকে আকাশ হইতে নামাইয়া আনিলেন না কেন ?

আমার সঙ্গে যে বিবাদ, তাহা নিষ্পত্তি করিবার পূর্বে বিরোধী মুসলমানগণের কর্তব্য এই যে, তাহারা যেন প্রথমে সেই বিবাদের নিষ্পত্তি করিয়া ফেলে যাহার সম্মুখীন হযরত ঈসা (আঃ)-কে হইতে হইয়াছিল । কারণ তাঁহার ঐ বিষয়ের মীমাংসা আমার সপক্ষে হইয়াছে । আসল ব্যাপার এই যে, নবীদের মাধ্যমে তাঁহাদের অনুসারীগণ ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত অনেক কথা শুনিয়া থাকে । সময়মত প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত ঐ সকল কথা সম্বন্ধে কোন নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নহে । যখন সময় আসে এবং ঐ সংবাদ পূর্ণ হয়, তখন বুঝা যায় যে, ঐ ভবিষ্যদ্বাণীতে যাঁহার বিষয় উল্লেখ থাকে বা যাঁহার সম্বন্ধে ঐ বাণী প্রয়োগযোগ্য হয়, তাঁহাকে উহা বুঝাইবার ক্ষমতা দেওয়া হয় । ইহুদী শাস্ত্রবিদ ও পণ্ডিতগণ

বহুকাল ধরিয়া ইলিয়াস (আঃ)-এর দ্বিতীয় আগমনের সংবাদ পড়িয়া আসিতেছিলেন এবং খুব আগ্রহের সহিত তাঁহার আগমনের প্রতীক্ষাও করিতেছিলেন । কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ)-এর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত তাঁহারা উহার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারেন নাই । ইহা হযরত ঈসা (আঃ)-এর আগমনের একটি লক্ষণ ছিল । এই কারণে তাঁহাকে ইহার জ্ঞান দেওয়া হইয়াছিল এবং তিনি ইহার প্রকৃত মীমাংসা করিতে পারিয়াছিলেন ।

এইরূপে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর শোকে হযরত ইয়াকুব (আঃ) চল্লিশ বৎসর কাঁদিলেন । অবশেষে তিনি যখন তাঁহার সংবাদ পাইলেন তখন বলিলেন, 'আমি ইউসুফ (আঃ)-এর ঘ্রাণ পাইতেছি' ! ইহার পূর্বে কাঁদিয়া তাঁহার চোখ খারাপ হইয়াছিল । এ সম্বন্ধে জনৈক কবির একটি সুন্দর উক্তি আছে—

کسے پرسید ازان گم کردہ فرزند

کہ اے روشن گہر پیر خرد مند

ز مصرش بوئے پیراہن شنیدی

چرا در چاہ کنعانش نہ دیدی

—'সেই হারান পুত্রের পিতাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, হে দিব্য দৃষ্টিসম্পন্ন প্রবীণ! আপনি মিশর দেশ হইতে পুত্রের জামার ঘ্রাণ পাইতেছেন, অথচ সে যখন কেনানের কূপে পড়িয়াছিল, তখন তাহাকে দেখিতে পান নাই কেন ?'

পরীক্ষা হওয়া আবশ্যক

এই সকল কথা অনর্থক নহে । যখন হইতে নবীর আগমন আরম্ভ হইয়াছে, তদবধি এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে । আগে তাহার পরীক্ষা হওয়া আবশ্যক । এই পন্থায় পক্ক ও অপরিপক্কের মধ্যে প্রভেদ জানা যায় এবং মু'মেন (বিশ্বাসী) ও

মুনাফেকের (কপট) পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। এই কারণে আল্লাহ্‌তা'লা বলিয়াছেনঃ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ○

"লোকেরা কি ইহা মনে করিয়াছে যে, তাহাদিগকে কেবল এই কারণে অব্যাহতি দেওয়া হইবে যে, তাহারা বলে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি' এবং তাহাদিগকে পরীক্ষা করা হইবে না" (২৯ঃ৩)? এইরূপ কখনও হয় না। জাগতিক ব্যাপারেও পরীক্ষার নিয়ম আছে। সংসারের ব্যাপারে যখন পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তার প্রমাণ পাওয়া যায় তখন আধ্যাত্মিক ব্যাপারে পরীক্ষা হইবে না কেন? বিনা পরীক্ষায় প্রকৃত অবস্থা জানা যায় না। অবশ্য পরীক্ষার কথা শুনিয়া এইরূপ সন্দেহে পড়া উচিত নহে যে, আল্লাহ্‌তা'লার জানিবার জন্য পরীক্ষার আবশ্যক এবং বিনা পরীক্ষায় তিনি কিছুই জানিতে পারেন না। এইরূপ মনে করা শুধু ভুলই নহে; পরন্তু ইহা কুফর পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়। কারণ ইহাতে আল্লাহ্‌তা'লার একটি শ্রেষ্ঠ গুণ— তাঁহার সর্বজ্ঞতা অস্বীকার করা হয়। পরীক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে গুপ্ত সত্য প্রকাশ করা এবং পরীক্ষিত ব্যক্তিকে তাহার ঈমানের প্রকৃত অবস্থা বুঝাইয়া দেওয়া। আল্লাহ্‌তা'লার সহিত তাহার সম্বন্ধ কতদুর দৃঢ়, তাহার বিশ্বস্ততা ও ভক্তি কতখানি, পরীক্ষার ফলে সে তাহা জানিতে পারে। এইরূপে অন্য লোকেরাও তাহার গুণের পরিচয় পায়। এই কারণে যদি কেহ বলে যে, আল্লাহতা'লার পক্ষ হইতে পরীক্ষা গ্রহণ করায় তাঁহার জ্ঞানের অভাব প্রকাশ পায়, তবে তাহার কথার কোন মূল্য নাই। প্রত্যেক অণু পরমাণুর সম্বন্ধেও আল্লাহ্‌তা'লার জ্ঞান আছে কিন্তু কোন লোকের ঈমানের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশের জন্য তাহার পরীক্ষা হওয়া একান্ত আবশ্যক। পরীক্ষারূপ যন্ত্রে পিষ্ট হওয়া ব্যতীত ঈমানের স্বরূপ প্রকাশ পাইতে পারে না। কবি সত্যই বলিয়াছেন— هر بلاء کیں قوم را حق داده اند

زیران گنج کرم بنهاده اند — (شیخ سعدی)

"আল্লাহ্‌তা'লা এই জাতির জন্য যে সকল বিপদ নির্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটির নীচে অনুগ্রহের ভাণ্ডার লুক্কায়িত আছে।" –শেখ সাদী।

আহ্বান

বিপদ আসা ও পরীক্ষা হওয়া চাই । ইহা ছাড়া সত্যের প্রকাশ হওয়া অসম্ভব । ইহুদী জাতির পক্ষে হযরত ঈসা (আঃ)-এর আগমনের সময়কার পরীক্ষা খুব কঠিন হইয়াছিল । যখনই খোদাতা'লার তরফ হইতে তাঁহার কোন আদিষ্ট পুরুষ আসেন, নিশ্চয়ই তিনি পরীক্ষা সঙ্গে লইয়া আসেন । মূসা আলায়হেস্ সালাতু ওয়া সাল্লামের সদৃশ নবী আসিবেন বলিয়া আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সম্বন্ধে বাইবেলে ভবিষ্যদ্বাণী আছে। কিন্তু আপত্তিকারীগণ প্রশ্ন করে যে, নাম-ধাম ইত্যাদি পূর্ণ পরিচয় দিয়া আল্লাহ্‌তা'লা কেন বলিয়া দেন নাই যে তিনি ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশে, আবদুল্লার ঔরসে, আমেনার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন ? 'তোমাদের ভাইদের মধ্য হইতে আসিবেন' শুধু এতটুকু বলিয়াছেন কেন ? সত্য কথা এই যে, যদি এতদূর খুলিয়া বলা হইত, তবে ঈমান আর ঈমান থাকিত না । দেখ, যে ব্যক্তি প্রথম রাত্রেই চাঁদ দেখিয়া বলিয়া দিতে পারে, তাহাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি-শক্তিসম্পন্ন বলা যাইতে পারে । কিন্তু যদি কেহ পূর্ণিমার চাঁদ দেখিয়া দৃষ্টির দাবী করে, তাহা হাসির বিষয় হইবে না কি ? খোদাতা'লার নবী বা রসূলদিগকে চিনিবার সময় অবস্থা এইরূপই দাঁড়ায় । যাঁহারা দৃঢ় সম্ভাবনা দেখিয়াই চিনিয়া নেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠতম মু'মেন (বিশ্বাসী) বলিয়া পরিগণিত হন । তাঁহাদের মর্যাদা অনেক বেশী । কিন্তু যখন নবীদের সত্যতা সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান হইয়া উঠে এবং স্রোতের ন্যায় তাহাদের দ্রুত উন্নতি হইতে থাকে, তখন যাহারা তাঁহাকে মানে তাহারা সাধারণের মধ্যে গণ্য হয় ।

খোদাতা'লার এই আইন যখন নবীদের সহিত আবহমান কাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, তখন আমি উহার বাহিরে থাকিব কিরূপে ? জনগণের মনে যদি সঙ্কীর্ণতা ও জিদ না থাকে, তাহা হইলে আমার কথা শুনা এবং আমায় অনুসরণ করা তাহাদের কর্তব্য । তাহাদিগের দেখা উচিত, খোদাতা'লা কি তাহাদিগকে অন্ধকারে রাখেন অথবা আলোকের দিকে লইয়া যান ? আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, যে ব্যক্তি ধৈর্য ও একাগ্রতার সহিত অনুসরণ করিবে সে বিনষ্ট হইবে না , সে অনন্ত জীবনের অধিকারী হইবে । ঐ সকল লোক যাহারা আমাকে মানিয়াছে এবং এখন আমার সঙ্গে আছে, তাহাদের মধ্যে এমন কেহ আছে কি যে কোন

নির্দশন দেখে নাই ? একটি দুইটি নহে, খোদাতা'লা অসংখ্য নিদর্শন দেখাইয়াছেন । কিন্তু নিদর্শনের উপর ঈমানের ভিত্তি রাখিলে আঘাত পাইবার ভয় আছে । যাহার হৃদয় নির্মল ও অন্তরে খোদার ভয় আছে, তাহার নিকট আবার আমি দ্বিতীয় আগমন সম্বন্ধে হযরত ঈসা (আঃ)-এর মীমাংসা পেশ করিতেছি । ইলিয়াস নবীর দ্বিতীয় আগমন সম্বন্ধে ইহুদীগণ যে প্রশ্ন করিয়াছিল, উহার উত্তরে হযরত ঈসা (আঃ) যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সঠিক কি না, এই কথা আমাকে বলিয়া দেওয়া হউক । ইহুদীগণ মালাকী নবীর গ্রন্থ দেখাইয়া বলিয়াছিল যে, স্বয়ং ইলিয়াস নবীর আসিবার কথা আছে, তাহার তুল্য ব্যক্তির কথা নাই । হযরত ঈসা (আঃ) বলেন যে, "ইয়াহ্‌হিয়া (আঃ)-ই আগমনকারী ইলিয়াস (আঃ)। যদি মনে চায়, বিশ্বাস কর ।" কোন বিচারকের সামনে এই ব্যাপার রাখিয়া মীমাংসা চাও এবং দেখ, ডিক্রী কোন পক্ষ পায় । বিচারক নিশ্চয়ই ইহুদীদের অনুকূলে মীমাংসা দিবেন । কিন্তু যাহার অন্তরে খোদাতা'লার প্রতি বিশ্বাস আছে এবং যে খোদার প্রেরিত পুরুষগণ কিভাবে আসেন তাহা জানে, সে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিবে যে হযরত ঈসা (আঃ) যাহা বলিয়াছেন তাহাই নির্ভুল সত্য ।

এখানে ব্যাপারটা কি এই রকমেরই বা অন্য কোন প্রকারের ? খোদার ভয় যাহার আছে, আমার এই দাবী মিথ্যা বলিতে তাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিবে । দুঃখের বিষয়, এই সকল লোকের ঈমান ফেরাউন বংশের সেই লোকটির ঈমানের তুল্যও নহে, যে বলিয়াছিল, এই দাবীকারী যদি মিথ্যাবাদী হয়, তবে সে নিজে নিজেই ধ্বংস হইবে । আমার সম্বন্ধে যদি তাক্‌ওয়ার (খোদা-ভীতি) সহিত কাজ করা হইত, তাহা হইলে তাহারা এই কথাই বলিত এবং লক্ষ্য করিত যে, খোদাতা'লা আমাকে সাহায্য করেন কিংবা আমার জামা'ত ধ্বংস করেন ।

কুরআন ও হাদীসের সত্যতা

আমার সহিত শত্রুতা করিয়া তাহারা কুরআন শরীফকেও ছাড়িয়া দিয়াছে । আমি কুরআন শরীফ পেশ করি । ইহার বিপক্ষে তাহারা হাদীস পেশ করে ।

স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, কুরআন শরীফের যে মর্যাদা আছে হাদীসের তাহা থাকিতে পারে না। হাদীসকে আমরা খোদার কালামের সমান মর্যাদা দিতে পারি না। হাদীস তৃতীয় স্তরের বিষয়। এই কথা সর্ববাদীসম্মত যে, কোন একটা আনুমানিক সিদ্ধান্ত করিবার পক্ষে হাদীস সহায়তা করে। কিন্তু সত্যের বিপক্ষে অনুমানের কোন মূল্য নাই। إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

"নিশ্চয় অনুমান সত্যের মোকাবেলায় কোন কাজে আসে না" (১০:৩৭)।

বস্তুতঃ এই সম্বন্ধে তিনটি বিষয় আছে—প্রথম কুরআন, দ্বিতীয় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অনুষ্ঠিত কাজ বা সুন্নত এবং তৃতীয় হাদীস। কুরআন খোদাতা'লার পবিত্র বাণী; রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি ইহা নাযেল হইয়াছিল। কুরআনের আদেশ কার্যে পরিণত করিবার জন্য আঁ-হযরত (সাঃ) যাহা কিছু করিতেন তাহাই সুন্নত। কুরআন ও সুন্নত লোকদিগকে পৌঁছাইয়া দেওয়া আঁ-হযরত (সাঃ)-এর কাজ ছিল। এই কারণেই হাদীস সমূহ পুস্তকাকারে সঙ্কলিত হওয়ার পূর্বেও ইসলামের যাবতীয় বিধান মানিয়া চলা সম্ভবপর ছিল। এখন একটা ধোকার বিষয় এই যে, তাহারা হাদীস ও সুন্নতকে মিলাইয়া ফেলে। বস্তুতঃ এই দুইটি এক বিষয় নহে। অতএব, কুরআন ও সুন্নত অনুযায়ী পরীক্ষা না করিয়া আমরা হাদীসকে কোন স্থান দিতে পারি না। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র ব্যবস্থা এই যে, হাদীস পরীক্ষার নিয়ম অনুযায়ী কোন হাদীস যতই দুর্বল বা বিকৃত বলিয়া প্রমাণিত হউক না কেন এবং ঐ হাদীসকে যতই নিম্ন শ্রেণীর বলা হউক না কেন, কুরআন ও সুন্নতের বিপরীত না হইলে, উহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। আমার বিরুদ্ধবাদীগণ এই ব্যবস্থা স্বীকার করে না। তাহাদের মতে কোন হাদীস যদি হাদীস পরীক্ষার নিয়মানুসারে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা কুরআন শরীফের যতই বিরোধী হউক না কেন, তাহা মানিয়া লওয়া চাই।

বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ বিচার করুন। খোদার ভয় রাখিয়া এ বিষয় বিচার করিয়া দেখুন, সত্য কোন দিকে ? তাহারা ঠিক বলে, না আমার কথা ঠিক ? আমি খোদার বাণী এবং তাঁহার পবিত্র রসূল (সাঃ)-এর সুন্নতকে (ব্যবহারিক

জীবন) শ্রেষ্ঠ জানি । তাহারা লোকের নির্ধারিত নিয়মকে শ্রেষ্ঠ জানে, অথচ নিয়ম প্রণেতাগণের মধ্যে কেহই এই দাবী করেন নাই যে, খোদার বাণী পাইয়া তিনি হাদীস পরীক্ষার ঐ নিয়মগুলি উদ্ভাবন করিয়াছেন । ব্যাপার যদি ইহাই হয় যে, কুরআন ও সুন্নত ব্যতীত হাদীস পরীক্ষার জন্য মানুষের বুদ্ধি প্রসূত আর কোন মাপকাঠি আছে, তাহা হইলে আমি জিজ্ঞাসা করি, শিয়া ও সুন্নী উভয়ের হাদীসগুলিকে সঠিক বলিয়া স্বীকার করা হয় না কেন ? এই প্রশ্নের উত্তর আমাকে কেহ দেয় না ।

মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কিরূপে মীমাংসা করিবেন ?

মৌলবী মুহাম্মদ হোসেন সাহেব তাঁহার "ইশায়াতে সুন্নাহ্" নামক পত্রিকায় স্বীকার করিয়াছেন যে, 'আহলে কাশ্ফ' অর্থাৎ আত্মিক দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ মুহাদ্দিসগণের পরিকল্পিত নিয়মের অধীনে নহেন । এই সকল নিয়মের দুর্বল হাদীসকে তাহারা বিশ্বস্ত, এবং বিশ্বস্ত হাদীসকে দুর্বল বলিতে পারেন । কারণ তাঁহারা সাক্ষাৎভাবে খোদা ও রসূলের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া থাকেন । এরূপ যখন অবস্থা, তখন মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কি এই প্রণালীতে হাদীসের সত্য-মিথ্যা নির্ণয়ের অধিকার থাকিবে না ? তিনি 'হাকাম' অর্থাৎ মীমাংসাকারী হইয়া আসিবেন । তিনি কি খোদাতা'লার নিকট হইতে জ্ঞান লাভ করিবেন না ? রসূল করীম (সাঃ)-এর আত্মিক প্রভাব হইতে কি তিনি জ্ঞানলাভ করিবেন না ? রসূলে করীম (সাঃ)-এর আত্মিক প্রভাব হইতে কি তিনি বঞ্চিত থাকিবেন ? এ বিষয়ে যদি তাঁহার অধিকার না থাকে তবে বলিয়া দাও, তিনি কি প্রকার 'মীমাংসা-কারী' হইবেন এবং তাঁহার মীমাংসার কি মূল্য হইবে ? অতএব, তাহারা যখন হাদীসকে সুন্নতের সহিত মিলাইয়া ফেলিতে চেষ্টা করে, তখন তাহারা যেন এই কথা স্মরণ রাখে যে, কুরআন ও সুন্নত হইতে হাদীস স্বতন্ত্র বিষয় ।

আমাদের জিলার হাফেয হেদায়াত আলী নামক একজন সরকারী কর্মচারী ছিলেন । তাঁহার সহিত প্রায়ই আমার দেখা করিবার সুযোগ হইত । একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, "মসীহ্ ও মাহ্দী' (আঃ)-এর আগমন সংক্রান্ত কেতাবগুলিতে হাজার হাজার লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে । যেহেতু ইহার সবগুলি পূর্ণ

হয় নাই, আমার সন্দেহ হইতেছে যে, এখন বিষম বিবাদ উপস্থিত হইবে । এই সমুদয় লক্ষণ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত লোকে অপেক্ষা করিতে থাকিবে । অথচ সকল লক্ষণ একই সময়ে পূর্ণ হয় না ।" বস্তুতঃ তাঁহার অনুমান সত্য হইয়াছে । এখন তাহাই ঘটিয়াছে । সত্য সত্যই লোকে মানে নাই ।

আমি বার বার বলিয়াছি এবং ইহাই সত্য কথা যে, ভবিষ্যদ্বাণীতে রূপকের ব্যবহার খুব বেশী থাকে এবং একাংশ প্রকাশ্য অর্থেও পূর্ণ হয় । এই নিয়মই আদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে । কেহ স্বীকার করুক বা না করুক, আমি ইহা অস্বীকার করিতে পারি না । সমস্ত হাদীসই যদি পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন, শিয়াদের হাদীস, সুন্নীদের হাদীস এবং এইরূপে সকল সম্প্রদায়ের সকল হাদীসই যদি পূর্ণ হইতে হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সম্‌রণ রাখিও যে মসীহ্ (আঃ) অথবা মাহ্‌দী (আঃ) কেহই কখনও আসিবেন না । বিবেচনা কর, আমার চেয়ে রসূল করীম (সাঃ)-এর আবশ্যকতা অনেক বেশী ছিল । তিনি যখন আসিলেন, সকলেই কি তাঁহাকে মানিয়া লইয়াছিল ? তওরাত বা ইন্‌জীল গ্রন্থে তাঁহার আগমনের যে সকল লক্ষণ বর্ণিত ছিল, উহার সবগুলি কি পূর্ণ হইয়াছিল ? খোদার উদ্দেশ্যে একবার চিন্তা করিয়া দেখ এবং উত্তর দাও । ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে এ বিষয়ে যে সকল গল্প প্রচলিত ছিল এবং তাহাদের গ্রন্থে যে সকল লক্ষণ বর্ণিত ছিল, তৎসমুদয়ই যদি পূর্ণ হইয়া থাকিত, তবে কি কারণে তাহারা তাঁহাকে মানিয়া নেয় নাই ? জানিয়া রাখ, সমুদয় লক্ষণ কখনও পূর্ণ হয় না । কারণ কতক লক্ষণ লোকদের কল্পিত, আর কতকগুলি কল্পিত না হইলেও উহার ভুল অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে । নবী মাত্রকেই অস্বীকার করা হইয়াছে এবং অজুহাত দেখান হইয়াছে যে সমুদয় লক্ষণ পূর্ণ হয় নাই । এখনও মানুষ এই চির প্রচলিত প্রথার অনুসরণ করিতেছে । কাহারও অস্বীকার রোধ করা আমার ক্ষমতার বাহিরে । তবে আমি এই কথা বলিতেছি, তাহারা আমার কথা শুনার পর উত্তর দিক । অনর্থক কথা সৃষ্টি করা ধর্মপরায়ণতার বিরোধী । নবীগণের সত্য-মিথ্যা বুঝিবার যে নিয়ম আছে, তদনুযায়ী এই আন্দোলনের পরীক্ষা কর । তারপর দেখ সত্য কোন দিকে । কল্পিত ধারণা বা কল্পিত নিয়ম-কানূনে কোন ফল হয় না । এইরূপ পন্থা দ্বারা আমি আমার সত্যতার

প্রমাণ দিই না । নবীগণকে পরীক্ষা করিবার যে নিয়ম আছে, আমি তদনুযায়ী আমার দাবী পরীক্ষা করিতে বলি । এই নিয়মানুযায়ী ইহা পরীক্ষা করা হয় না কেন ? যে ব্যক্তি অন্তর খুলিয়া আমার কথা শুনিবে, সে আমাকে মানিয়া লইবে এবং তাহার কল্যাণ হইবে । কিন্তু যাহার অন্তরে সঙ্কীর্ণতা ও বিদ্বেষ আছে, তাহার পক্ষে আমার কথায় উপকার পাওয়া সম্ভব নহে । 'আহ্ওয়াল'-এর (দ্বৈত দৃষ্টি-গ্রস্ত রোগীর) সহিত উহাদের তুলনা হইতে পারে । 'আহ্ওয়াল' একেকে দুই দেখে। যতই প্রমাণ দাও না কেন, ইহা দুই নহে এক, কিন্তু সে দুই-ই বলিবে । কথিত আছে যে, একজন আহ্ওয়াল (টেরা) কাহারও নিকট চাকুরী করিত । প্রভু তাহাকে বলিলেন, "ঘরের ভিতর হইতে আয়না লইয়া আইস" । সে ঘরের ভিতর হইতে ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আয়না তো দুইখানা আছে, কোন খানা আনিব ?" প্রভু বলিলেন, "একখানা আছে; দুইখানা নহে ।" আহ্ওয়াল বলিল, "আমি কি মিথ্যা কথা বলিতেছি ?" প্রভু বলিলেন, "একখানা ভাঙ্গিয়া ফেল ।" আয়নাখানা ভাঙ্গিয়া ফেলার পর আহ্ওয়াল (টেরা) বুঝিল যে তাহার ভুল হইয়াছে; বস্তুতঃ আয়না একখানা ছিল । কিন্তু আমার সামনে যে সকল 'আহ্ওয়াল' আছে, তাহাদিগকে আমি কি উত্তর দিব ? তাহারা যদি কোন কথা বার বার উপস্থিত করে, তবে উহা ঐ সকল হাদীসই হইবে। অথচ তাহারা নিজেরাই হাদীসকে অনুমানমূলক বৈ আর কোন উচ্চ স্থান দেয় নাই । তাহারা জানে না যে এমন এক সময় আসিবে, যখন তাহাদের এই সকল রুক্ষ ও অপরিপক্ক কথার জন্য লোকে হাসিবে । যাহারা সত্য বুঝিতে চায়, তাহাদের প্রত্যেকেরই আমার দাবীর প্রমাণ চাহিবার অধিকার আছে । তাহাদের জন্য আমি ঐ সকল কথাই পেশ করিয়া থাকি যাহা নবীগণ পেশ করিতেন । আমি কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত নিয়মগুলি পেশ করি; বর্তমান যুগে যে একজন সংস্কারকের আবশ্যকতা আছে তাহা দেখাইয়া দিই । আমার হাতে যে সকল অলৌকিক ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়াছে উহার উল্লেখ করি । আমি এইরূপ অলৌকিক ক্রিয়ার এক তালিকা প্রস্তুত করিয়াছি । উহাতে প্রায় দেড়শত ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে । এক হিসাবে এই সকল ঘটনার কোটি কোটি সাক্ষী আছে । অমূলক কথা পেশ করা ভাল লোকের কাজ নহে । আঁ-হযরত (সাঃ) এই কারণেই

বলিয়াছিলেন যে, মসীহ্ মওউদ (আঃ) 'হাকাম' (মীমাংসাকারী) হইয়া আসিবেন। তাঁহার মীমাংসা গ্রহণ কর। যাহাদের মনে কুবুদ্ধি আছে এবং মানিবার ইচ্ছা নাই, অনর্থক বাকবিতণ্ডা করা ও দোষ দেখান তাহাদের কাজ। কিন্তু তাহারা জানিয়া রাখুক যে, পরিণামে আল্লাহ্তা'লা তাঁহার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রচণ্ড আক্রমণসমূহ দ্বারা আমার সত্যতা প্রকাশ করিবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, আমি যদি মিথ্যা দাবী করিতাম, নিশ্চয়ই তিনি আমাকে ধ্বংস করিতেন। কিন্তু আমার যাবতীয় ক্রিয়া-কলাপ বস্তুতঃ তাঁহারই নিজস্ব কাজ। আমি তাঁহারই পক্ষ হইতে আসিয়াছি। আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করায় সেই খোদাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়। সুতরাং স্বয়ং তিনিই আমার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

ভবিষ্যদ্বাণীর প্রকৃত উদ্দেশ্য না বুঝার দরুণ যাহারা রূপকের বর্ণিত ব্যাপারে প্রকাশ্য অর্থে গ্রহণ করে, তাহাদিগকে অবশেষে ভবিষ্যদ্বাণীই অস্বীকার করিতে হয়। ইহুদীদিগকে এই বিপদে পড়িতে হইয়াছিল এবং খৃষ্টানদের এখন এই বিপদ ঘটিতেছে। খৃষ্টীয় চার্চ বা পাদরীগণের প্রভাব জগৎময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বর্তমান যুগের অধিকাংশ খৃষ্টান এই প্রভাবকেই হযরত ঈসা (আঃ)-এর দ্বিতীয় আগমন মনে করে।

সমুদয় লক্ষণ কখনও জনসাধারণের ধারণা অনুযায়ী পূর্ণ হয় না। এইরূপ হইলে নবীদের সময় মতভেদ হইবে কেন ? তাঁহাদিগকে গ্রহণ না করিবারই বা হেতু কি ? ইহুদী জাতির নিকট জিজ্ঞাসা কর, মসীহ্ (Messiah) (আঃ) আসিবার যাবতীয় নিদর্শন পূর্ণ হইয়াছে কি ? তাহারা বলিবে, পূর্ণ হয় নাই। জানিয়া রাখ, এ বিষয়ে আমি যাহা বলিতেছি, তাহাই খোদার কানূন। খোদার কানূনে কখনও কোন পরিবর্তন দেখিতে পাইবে না।

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا

"এবং তুমি আল্লাহ্র বিধানে কখনও কোন পরিবর্তন পাইবে না" (৩৩ঃ৬৩)। মানুষের ধারণা, মানুষের দেওয়া ব্যাখ্যা বা মানুষের অনুমান সম্পূর্ণরূপে নির্ভুল ও নিশ্চিত সত্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। ইহাতে ভুলের সম্ভাবনা থাকে। কোন ব্যাপার সংঘটিত হইবার পূর্বে যে আনুমানিক সিদ্ধান্ত করা হয়

তাহা নির্ভুল বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। যখন সময় আসে তখন যাবতীয় আবরণ উন্মোচিত হয়। এই কারণেই আগমনকারীকে 'হাকাম' বা মীমাংসাকারী আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই আখ্যা হইতে ইহাও পরিষ্কার বুঝা যায় যে তখন মতভেদ খুব বেশী থাকিবে। অন্যথায় তাঁহাকে 'হাকাম' বলা হইবে কেন ? অতএব, হাকামের মুখ হইতে যে কথা বাহির হয় তাহাই সত্য কথা।

নবাব সিদ্দীক হাসান খাঁ লিখিয়াছেন যে, সেই 'হাকাম' কুরআনেই বেশী দৃষ্টি রাখিবেন। কারণ হাদীসে মানুষের হাত লাগিয়াছে। আর কুরআন খোদার অপরিবর্তনীয় বাণী; ইহাতে মানুষের হাত লাগে নাই। কুরআন শরীফ আঁ-হযরত (সাঃ)-এর উপর নাযেল হইয়াছিল। ইহা তাঁহার একটি প্রধান ও চিরস্থায়ী অলৌকিক ক্রিয়া। খোদাতা'লার এই বাণীর বিরুদ্ধে মানুষের কথা পেশ করা হয়, ইহা কি দুঃখ ও আশ্চর্যের বিষয় নহে ? খোদার অনুগ্রহে আপনাকে বুদ্ধিমান বলিয়া বোধ হইতেছে। আমি আপনাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি, হাদীসের মর্যাদা কি কুরআনের তুল্য হইতে পারে ? হাদীসের মর্যাদা যদি কুরআনের তুল্য হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে আঁ-হযরত (সাঃ) ভালরূপে তাঁহার কর্তব্য সম্পাদন করিয়া যান নাই (নাউযুবিল্লাহ)। কারণ কুরআন শরীফের মৌলিকতা রক্ষার জন্য তিনি উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু হাদীসের জন্য তিনি অনুরূপ কোন ব্যবস্থা করিয়া যান নাই। নিজ তত্ত্বাবধানে তিনি হাদীস লেখাইবার ব্যবস্থা করেন নাই। আঁ-হযরত (সাঃ) তাঁহার রসূল হওয়ার দায়িত্ব পূর্ণ করেন নাই, কোন মুসলমান কি এ কথা স্বীকার করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারে ? ইহা মুসলমানদের কাজ হইতে পারে না; ইহা ধর্মহীন নাস্তিকেরই কাজ।

আবার চিন্তা করিয়া দেখুন আঁ-হযরত (সাঃ) কি নিজের তত্ত্বাবধানে হাদীস লিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন কিংবা কুরআন শরীফের ? আঁ-হযরত (সাঃ) যে তাঁহার পরবর্তীদের জন্য কুরআন রাখিয়া গিয়াছেন, এ অতি পরিষ্কার কথা। কারণ তাঁহার শিক্ষা কুরআনেই আছে। হ্যাঁ, এ কথা সত্য যে কুরআনের সহিত তিনি তাঁহার আদর্শ (সুন্নত) রাখিয়া গিয়াছেন। যথা, কেতাব ও সুন্নত। হাদীস

এই দুইটির বাহিরে, তৃতীয় জিনিস। ঐ দুইটি জিনিস হাদীসের উপর নির্ভর করে না । অবশ্য এ কথা আমি স্বীকার করি যে, কুরআন ও সুন্নতের বিরোধী না হইলে নিম্ন শ্রেণীর যে হাদীসগুলিকে হাদীস-শাস্ত্রবিদ পণ্ডিতগণ জাল বলিয়া প্রমাণ করেন, তাহাও মান্য করা কর্তব্য । আমি এতদূর পর্যন্ত হাদীসের সম্মান করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু উহাকে কুরআনের উপর প্রাধান্য দিতে প্রস্তুত নহি । আঁ-হযরত (সাঃ) এই কথা বলেন নাই যে, আমি তোমাদের জন্য হাদীস রাখিয়া যাইতেছি । বরং তিনি এ কথা বলিয়াছেন যে, আমি তোমাদের জন্য কুরআন রাখিয়া যাইতেছি । হযরত ওমর (রাঃ) বলিতেনঃ

حَسْبُنَا كِتَابُ اللّٰهِ

"খোদার কেতাব আমাদের জন্য যথেষ্ট ।"

এখন আল্লাহ্‌র কেতাব খুলিয়া দেখুন, উহা কি মীমাংসা দেয় । ইহার প্রথম সূরা ফাতেহা ব্যতীত নামায সিদ্ধ হয় না । এই সূরা পড়ুন আর দেখুন উহা কি শিক্ষা দেয় ঃ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ○

"তুমি আমাদিগকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত কর, তাহাদের পথে, যাহাদিগকে তুমি পুরস্কৃত করিয়াছ, কোপগ্রস্তদের (পথে) নহে, এবং পথভ্রষ্টদেরও (পথে) নহে (১ঃ৬,৭)।

এই দোয়াতে 'মাগযুব ও যাল্লীনদের' পথ হইতে বাঁচাইবার জন্য প্রার্থনা করা হয় । 'মাগযুব' বলিতে তফসীরকারক মাত্রই 'ইহুদী' বুঝাইয়াছেন এবং 'যাল্লীন' অর্থে খৃষ্টানদিগকে বুঝিয়াছেন । এই উম্মতে যদি এই বিপদ আসিবার সম্ভাবনা না থাকিত, তবে এই দোয়া শিক্ষা দিবার অর্থ কি ? সব চেয়ে বড় বিপদ দাজ্জালের । অথচ 'অলায্‌যাল্লীনের' স্থলে 'অলাদ্দাজ্জাল' বলা হয় নাই কেন ? খোদাতা'লা কি এই বিপদের কথা জানিতেন না ? বস্তুত এই দোয়ার মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী আছে । এই উম্মতের উপর এমন সময় আসিবার কথা

ছিল যখন ইহুদীগণের যাবতীয় দোষ তাঁহাদের মধ্যে আসিবে। ইহুদী সেই জাতি যাহারা হযরত ঈসা (আঃ)-কে গ্রহণ করে নাই। এখানে ইহুদীগণের পথ হইতে বাঁচিবার প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই প্রার্থনার উদ্দেশ্য মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে অগ্রাহ্য করিয়া ইহুদী (সদৃশ) না হওয়া।
যাল্লীন অর্থাৎ খৃষ্টানদের পথ হইতে বাঁচিবার জন্য যে প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায় যে,ঐ সময়ে ক্রুশ ধর্মের প্রভাব অতি বিপদজনক হইবে। ইহাই যাবতীয় অনর্থের নিদান বা জননী হইবে।দাজ্জালের উপদ্রব উহা হইতে স্বতন্ত্র আর কিছু হইবে না। অন্যথা নিশ্চয়ই উহার পরিচয় উল্লেখ করা হইত।

সাতটি প্রমাণ

গির্জায় গিয়া দেখুন এই বিপদ ভয়ঙ্কর কি না ? কুরআন শরীফ পড়ুন আর চিন্তা করিয়া দেখুন, আল্লাহতা'লা কি এই বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন নাই যে,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُونَ ○

অর্থাৎ 'তিনিই কুরআনকে রক্ষা করিবেন।' আবার তিনি আয়াতে 'এস্তেখলাফে' এক 'খাতামুল-খুলাফা' (শ্রেষ্ঠ-খলীফা) পাঠাইবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। এই সকল কথা একত্র করিয়া ভাবিয়া দেখুন ঃ—

(১) তওরাত কিতাবে (Old Testament-এ) যে ভবিষ্যদ্বাণী আছে, তদনুযায়ী কুরআন শরীফেও আঁ-হযরত (সাঃ) -কে হযরত মূসা (আঃ)-এর সদৃশ নবী বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। এই উপমার সার্থকতার জন্য হযরত মূসা (আঃ)-এর পর যেমন তাঁহার খলীফা বা প্রতিনিধি ছিল, তেমনি আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পরেও তাঁহার খলীফা বা প্রতিনিধি থাকা আবশ্যক। এই খেলাফতের আর কোন প্রমাণ না থাকিলেও পর পর প্রতিনিধি নিশ্চয়ই থাকা চাই।

(২) আয়াতে 'এস্তেখলাফে' আল্লাহতা'লা স্পষ্ট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, তিনি মুসলমানদের মধ্যে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করিবেন এবং এই খেলাফত পূর্ববর্তী

খেলাফতের তুল্য হইবে । এই খেলাফতের প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী এবং উপরোল্লিখিত উপমার সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য হযরত ঈসা (আঃ) যেমন হযরত মূসা (আঃ)-এর শেষ খলীফা ছিলেন, মুহাম্মদী উম্মতেও তেমনি একজন শেষ খলীফা থাকা আবশ্যক ।

(৩) রসূল করীম (সাঃ) বলিয়াছে, إِمَامُكُمْ مِنْكُمْ অর্থাৎ— 'তোমাদের (নেতা) তোমাদের মধ্য হইতে হইবে ।" অর্থাৎ মুহাম্মদী উম্মতের বাহিরে কেহ নেতা হইবে না ।

(৪) তিনি এ কথাও বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক একশত বৎসরের মাথায় ধর্মে নবজীবন সঞ্চার করিবার জন্য মুজাদ্দিদ আসিবেন । বর্তমান শতাব্দীর মুজাদ্দিদ থাকা আবশ্যক । প্রচলিত অনাচার দূর করাই মুজাদ্দিদের কাজ । খৃষ্ট-ধর্মের উৎপাতই বর্তমান সময়ে সর্বাপেক্ষা বড় অনাচার । সুতরাং বর্তমান শতাব্দীর যিনি মুজাদ্দিদ হইবেন তাঁহার يَكْسِرُ الصَّلِيْبَ অর্থাৎ ক্রুশ ধ্বংসকারী হওয়া আবশ্যক । ইহা মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দ্বিতীয় উপাধি

(৫) হযরত মূসা (আঃ)-এর খলীফাগণের সহিত যে উপমা দেওয়া হইয়াছে, তদনুযায়ী মুহাম্মদী সেলসেলার শেষ খলীফার আবির্ভাব চতুর্দশ শতাব্দীতে হওয়া আবশ্যক । কারণ হযরত মূসা (আঃ)-এর পর চতুর্দশ শতাব্দীতে হযরত ঈসা (আঃ) আসিয়াছিলেন ।

(৬) মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আগমনের যে সকল লক্ষণ বর্ণিত আছে, তাহার মধ্যে অনেকগুলি পূর্ণ হইয়াছে । যথাঃ- (ক) রমযান মাসে চন্দ্র এবং সূর্যের গ্রহণ হওয়া, ইহা দুইবার হইয়া গিয়াছে, [১৮৯৪ ইসাব্দে পূর্ব গোলার্ধে এবং ১৮৯৫ ইসাব্দে পশ্চিম গোলার্ধে— প্রকাশক] (খ) হজ্জ স্থগিত থাকা, (গ) দুই শিং বিশিষ্ট তারকার উদয় হওয়া, (ঘ) প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়া, (ঙ) রেলগাড়ীর প্রচলন হওয়া, উটের ব্যবহার উঠিয়া যাওয়া ইত্যাদি ।

(৭) সূরা ফাতেহার দোয়া হইতেও প্রমাণিত হয় যে, যাঁহার আসিবার কথা আছে তিনি এই উম্মতের মধ্য হইতে হইবেন ।

ফলতঃ এ কথার শত শত প্রমাণ আছে যে, সেই আগমনকারী এই উম্মতের মধ্যেই আসা আবশ্যক এবং বর্তমান শতাব্দীই (হিজরী চতুর্দশ শতাব্দী)

তাঁহার আগমনের সময় । এখন আমি খোদাতা'লার ওহী ও ইলহাম অনুযায়ী ঘোষণা করিতেছি যে, যাঁহার আসিবার কথা ছিল, **সে নিশ্চয় আমি**। আদিকাল হইতে আল্লাহতা'লা নবীগণের পরীক্ষার জন্য যে নিয়ম রাখিয়াছেন, তদনুযায়ী যাহার ইচ্ছা আমার নিকট হইতে প্রমাণ গ্রহণ করুক ও আমার অনুকূলে যে সকল নিদর্শন প্রকাশ পাইয়াছে তাহা নিরীক্ষণ করুক ।

রমযান মাসে চন্দ্র এবং সূর্য গ্রহণ

বিরুদ্ধবাদীগণের অবস্থা দেখিলে আমার বড়ই দুঃখ হয় । মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আগমনের যে সকল লক্ষণ পূর্বে তাহারা নিজেরাই পেশ করিত, এখন তাহা পূর্ণ হওয়ার পর তাহারা আপত্তি করিতেছে যে ঐগুলি সঠিক নহে । উদাহরণ স্বরূপ — তাহারা বলে যে, রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের হাদীসটি প্রমাণিত নহে । তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হউক, ঘটনার দ্বারা খোদাতা'লা যে হাদীসকে সত্য বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, তাহাদের মুখের কথায় কি উহা মিথ্যা হইয়া যাইবে ? হায়, তাহাদিগের লজ্জাও হয় না যে তাহাদের কথার দ্বারা শুধু মসীহ্ মাওউদ (আঃ) -কেই মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয় না, পরন্তু রসূল করীম (সাঃ) -কেও মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রমাণ করা হইতেছে । আমার সত্যতায় শুধু চন্দ্র ও সূর্যের গ্রহণ নহে, হাজার হাজার প্রমাণ ও নিদর্শন আছে । একটা যদি বাদ দেওয়া হয়, তাহাতে কিছু আসে যায় না । কিন্তু এ কথা কি প্রমাণিত হইয়া যাইবে যে ভবিষ্যদ্বাণীটি মিথ্যা ? হায় ! তাহারা আমার সহিত শত্রুতা করিয়া শ্রেষ্ঠতম সত্যবাদী (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছে । আমি এই ভবিষ্যদ্বাণী অতি জোরের সহিত পেশ করিয়া থাকি এবং বলি যে, ইহা আমার সত্য মা'মুর (প্রত্যাদিষ্ট) হওয়ার প্রমাণ। যে হাদীসকে তোমরা অনুমানরূপ কালিতে লিখিয়াছিলে, ঘটনা উহাকে নিশ্চয়তায় পৌঁছাইয়া দিয়াছে । ইহা অস্বীকার করা এখন বেঈমান ও অভিশপ্ত হওয়ার লক্ষণ।

জাল (মওযু) হাদীস সম্বন্ধে মুহাদ্দিসগণ কি বলেন ? তাঁহারা কি বলেন যে চোর ধরিয়া ফেলিয়াছেন ? তাঁহারা কি মাত্র এই কথাই বলেন না যে

বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তি ভাল ছিল না কিংবা তাহার সত্যবাদী হওয়া সন্দেহজনক ? পক্ষান্তরে এ কথাও স্বীকার করেন যে, কোন দুর্বল হাদীসেরও ভবিষ্যদ্বাণী যখন পূর্ণ হইয়া যায়, তখন ইহাকে সত্য হাদীস বলিয়া গ্রহণ করা কর্তব্য। এই নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের হাদীসকে কেহ মিথ্যা বলিতে সাহস পাইবে কি ?

অতএব স্মরণ রাখ, যাঁহার আসিবার ভবিষ্যদ্বাণী থাকে তাঁহাকে নিরপেক্ষ নীতি সমুহের দ্বারা পরীক্ষা করিতে হয়। এই পন্থায় তাঁহার সত্যতা জানা যায়। যেহেতু উদাহরণ ব্যতীত মানব-বুদ্ধি কোন বিষয়ে সম্যক ধারণা করিতে পারে না, তজ্জন্য তাহার সপক্ষে বুদ্ধির বিষয়ীভূত উদাহরণও থাকে। আর সর্বাপেক্ষা বড় কথা এই যে খোদা তাঁহাকে সাহায্য করিয়া থাকেন। কাহারও যদি কোন বিষয়ে সন্দেহ থাকে, সে আমার সামনে আসিয়া নবীকে পরীক্ষা করিবার যে নিয়ম আছে তদনুযায়ী আমার সত্য হওয়ার প্রমাণ আমার নিকট হইতে গ্রহণ করুক। আমি যদি মিথ্যাবাদী হই তবে পলায়ন করিব। কিন্তু তাহা হইবার নহে। আল্লাহতা'লা উনিশ বৎসর পূর্বে (বর্তমান সময় হইতে ১০০ বৎসরের পূর্বে-প্রকাশক) আমাকে বলিয়াছেন-"সর্ব ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তোমাকে সাহায্য করিবেন।"

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ

"নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগকে বহু রণক্ষেত্রে সাহায্য করিয়াছেন" (৯ঃ২৫)।

অতএব, নবী ও রসূলদিগকে যে ভাবে পরীক্ষা করা হইত আমাকে সেইভাবে পরীক্ষা কর। আমি দাবীর সহিত বলিতেছি যে এই প্রণালীতে পরীক্ষা করিলে আমাকে সত্যবাদী পাইবে। আমি সংক্ষেপে এই সকল কথা বলিলাম। চিন্তা করিয়া দেখ। খোদাতা'লার নিকট দোয়া করিতে থাক। তিনি শক্তিমান, তিনি পথ দেখাইয়া দিবেন। তাঁহার সাহায্য সত্যবাদীগণই পাইয়া থাকেন।

– ঃ সমাপ্ত ঃ -

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলেছেন ঃ

"আমরা ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশতা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা আরও ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা সবই সত্য। আমরা এও ঈমন রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র বিচ্যুত হয় অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্যকরণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিরোধী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা **'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'** এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মৃত্যু বরণ করে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাহার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া, যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, সেই সব সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাক্‌ওয়া বা খোদাভীতি এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?"

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারীনা–"

অর্থাৎ–সাবধান ! নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।